

সূরা ইউনুস-১০

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও স্থান

এ সূরাটি মঙ্গী জীবনের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ নবী করীম (সা:) এর মকায় অবস্থানের শেষ চার কি পাঁচ বৎসর সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। কয়েকজন তফসীরকার এ সূরার কোন কোন আয়ত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন, যদিও ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে তাঁদের এ অভিমতকে দাঁড় করানো যায় না। বিষয়বস্তুর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই তাঁরা এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়। ১৯ নং আয়াতে উল্লেখিত হ্যরত ইউনুস (আ:) এর নাম অনুসারে এ সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু

কুরআনের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায় যে এর আয়তগুলো শুধু পরম্পর সম্বন্ধযুক্তই নয় বরং প্রত্যেক সূরা এর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সূরার সাথে এক সূক্ষ্ম সম্পর্কে আবদ্ধ। তদুপরি কুরআনের বিশেষ কয়েকটি সূরা অপর কয়েকটি সূরার সাথে সম্বন্ধ এবং এভাবে সমস্ত কুরআন শরীফের মাঝে এক সুশৃঙ্খল বিন্যাস বিদ্যমান। কুরআনের বিভিন্ন সূরা একে অপরের সাথে একাধিক উপায়ে সম্পর্কযুক্ত এবং যখন এগুলোর ক্রম ও বিন্যাস সম্পর্কে চিন্তা করা যায় তখন বাস্তবিকই রচনাশৈলীর দিক থেকে কুরআন যে এক মহা বিশ্ব এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বর্তমান সূরাটি এর পূর্ববর্তী সূরার সাথে তিনি দিক থেকে সম্পর্কযুক্ত। প্রথমে এটা পূর্ববর্তী সূরার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। যেমন এর শেষাংশে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছিলঃ (ক) কুরআনের কোন কোন সূরার অবতীর্ণ হওয়া এবং কাফিরদের দ্বারা এর প্রত্যাখ্যান (১১১২৭) এবং (খ) আল্লাহর পক্ষ থেকে এক রসূল {হ্যরত মুহাম্মদ (সা:)} প্রেরণ ও তাঁর শিক্ষা অনুসরণের উপকারিতা (১১১২৬)। এ সূরাতে উক্ত বিষয়বস্তুর সম্প্রসারণ করে বলা হয়েছে যে বস্তুত কুরআন হচ্ছে জ্ঞানময় গ্রন্থ। এতে বিভিন্ন কল্যাণ নিহিত রয়েছে (১০৪২) এবং এ ঐশ্বীরাণীর প্রাপক হ্যরত রসূল করীম (সা:) তাদের (মানুষদের) মাঝে থেকেই উল্লিখিত (১০৪৩)। দ্বিতীয় পূর্ববর্তী সূরার বিষয়বস্তুও এ সূরায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। যেমন উক্ত সূরাতে (যা কোন আলাদা সূরা ছিল না, বরং পূর্ববর্তী সূরার অংশবিশেষ) উল্লেখ করা হয়েছিল, ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্যের সময় সমাগত এবং এতদসংক্রান্ত আল্লাহ তাআলার প্রতিক্রিয়া পূর্ণ শান-শওকতের সাথে পরিপূর্ণতা লাভ করতে যাচ্ছে। সুতরাং মু'মিনদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছিল যাতে তারা নিজেদের হৃদয়কে পরিব্রত করে যেন আল্লাহ তাআলা তাদের তওবা করুল করেন। যেহেতু কোন কোন লোকের হৃদয়ে এই সন্দেহের উদ্বেক হতে পারে যে তাদের পাপের আধিক্যের কারণে হ্যতো তাদের তওবা গৃহীত হবে না, তাই এ সূরাতে বলা হয়েছে, আল্লাহর রহমত সমস্ত কিছুকে ঘিরে আছে এবং তা সমস্ত কিছুকেই অতিক্রম করে যায়, যদিও এর জন্য সর্বোত্তম অনুশোচনার প্রয়োজন। তৃতীয়ত ২৯ নং সূরা থেকে ১৯নং সূরা (যারা সংখ্যায় ৭টি কেননা পূর্বেই বলা হয়েছে যে ১ নং সূরাটি কোন আলাদা সূরা নয়, বরং ৮ নং সূরারই অংশবিশেষ, বিষয়বস্তুর গুরুত্বকে বুরোবার জন্যই এটিকে আলাদাভাবে পেশ করা হয়েছে) একটি বিশেষ ধরনের প্রসঙ্গকে উপস্থাপন করেছে। কিন্তু এ সূরা থেকে ১৬নং সূরা পর্যন্ত সুরাগুলোতে অন্য ধরনের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। যদিও এ দ্বিতীয় পর্বের সুরাগুলোতে একটু স্থত্ত্ব ও পৃথক ধরনের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে, তথাপি বিষয়বস্তুর দিক থেকে আবার প্রথম পর্যায়ের সূরার সাথে এদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। প্রথম অংশের সুরাগুলোতে হ্যরত রসূলে করীম (সা:) ও তাঁর সম্পাদিত কাজকর্মের উল্লেখ করে ইসলামের সত্যতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। সাথে সাথে ইসলামের উন্নত নীতি-পদ্ধতি, এর শিক্ষার সৌন্দর্য, সত্যারেষীদের জন্য এর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের গভীরতা ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং এর অসাধারণ প্রভাবকে তুলে ধরে ইসলাম গ্রহণের জন্য তাদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের সুরাগুলোতে, যার মাঝে ১০নং সূরা থেকে ১৮নং সূরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, বিশেষ করে নবুওয়তের বৈশিষ্ট্য ও মানদণ্ড, অতীতের নবী-রসূলগণের দাবী ও ইতিহাস, মানব-বিবেক ও যুক্তিসম্মত বিষয়াদি তুলে ধরে নবুওয়তের প্রয়োজনীয়তা, ধর্মের গুরুত্ব এবং হ্যরত মুহাম্মদ (সা:) এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যকে অধিক গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, উভয় পর্যায়ের সূরাসমূহের মাঝেই বিষয়বস্তুর দিক থেকে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। পার্থক্য হলো প্রথম পর্যায়ের সুরাগুলোতে হ্যরত মুহাম্মদ (সা:) এর আবির্ভাব সংক্রান্ত ভবিষ্যত্বাণী অথবা পূর্বের কোন নবী-রসূলের ভবিষ্যত্বাণীর পূর্ণতা এবং আঁ হ্যরত (সা:) এর সত্যতার প্রমাণাদির বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য দিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের সুরাগুলোতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের আলোকে এবং নবুওয়তের নৈতিক ও ব্যবহারিক আদর্শের ভিত্তিতে ইসলামের সত্যতা বর্ণনা করা হয়েছে।

* [এ সূরায় বলা হয়েছে, মানুষ নিজেদের মানদণ্ডে বিচার করে মনে করে আল্লাহ তাআলা কোন বান্দার প্রতি ওহী অবতীর্ণ করতে পারেন না। এর পরেই আল্লাহ তাআলা বলেন, সেই আল্লাহ যিনি সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং সব কিছুতে এক উত্তম পরিকল্পনা অবলম্বন করেছেন তিনি কি তাঁর এ কাজকে বৃথা যেতে দিবেন? এই পরিকল্পনার চূড়ান্ত কথা হলো, এমন একজন সুপারিশকারীর জন্য দেয়া হবে অর্থাৎ হ্যরত মুহাম্মদ (সা:) এর জন্ম দেয়া হবে, যিনি আল্লাহর অনুমতি নিয়ে কেবল তাঁর উম্মতের যোগ্য বান্দাদের জন্য সুপারিশ করবেন না, বরং অতীতের সব উম্মতের মাঝে থেকে পুণ্যবান বান্দাদের পক্ষে সুপারিশ করবেন।

এরপর হ্যরত মুহাম্মদ (সা:) এর দৃষ্টান্ত একটি সুর্যের সাথে দেয়া হয়েছে, যার আলো দিয়ে পৃথিবীতে জীবনের ব্যবস্থাপনা কল্যাণ লাভ করেছে এবং এর আশিসে একটি পূর্ণ চন্দ্রের জন্ম হবে, যা রাতের অন্ধকারেও এ আলোর কল্যাণ পৃথিবী পর্যন্ত পৌছাতে থাকবে। এটা এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার, জড়জগতেও চাঁদের আলোতে কোন কোন শাকসবজি এত দ্রুতবেগে বাঢ়তে থাকে যে এগুলোর বাঢ়তে থাকার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। সুতরাং শসা জাতীয় সজি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বলেন, এর বাড়ার গতির দরুণ একটি শব্দ সৃষ্টি হয়, যা মানুষের কান শুনতে পায়। অতএব তিনিই আল্লাহ, যিনি দিনকে এবং রাতকেও জীবনের মাধ্যম বানিয়েছেন। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রহে:) কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমে সূরার ভূমিকা দৃষ্টব্য)]

সূরা ইউনুস-১০

ମର୍କୀ ସୂରା, ବିସୁମିଲ୍ଲାହୁସହ ୧୧୦ ଆୟାତ ଓ ୧୧ ରଙ୍କ

১। ^কআল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অ্যাচিত-অসীম
দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী ।

২। *আনাল্লাহু আরা অর্থাৎ আমি আল্লাহু। আমি দেখি^{১২৮}
এসব^{১২৯} এক পরিপূর্ণ (ও) প্রজাপূর্ণ^{১৩০} কিতাবের আয়ত।

★ ৩। “মানুষের জন্য তাদেরই একজনের প্রতি আমাদের (এই বলে) ওহী করা কি আশ্চর্যের ব্যাপার, “তুমি মানুষকে সর্তক কর, আর যারা ঈমান এনেছে তাদের এ সুসংবাদ দাও, ‘নিশ্চয় তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে তাদের’^{১২৩} জন্য রয়েছে এক মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান”। কাফিররা বললো, ‘নিশ্চয় এ (ব্যক্তি) এক প্রকাশ্য যাদুকর’^{১২৩-ক}।

★ ৪। নিচয় তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক হলেন আল্লাহ, যিনি
“আকাশসমূহকে ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন”^{১৩২}।
এরপর “তিনি আবরণ^{১৩২-ক} অধিষ্ঠিত হলেন”^{১৩৩}, তিনি সব

দেখুন : দেখুন : ক. ১৪১; খ. ১১৪২, ১২৪২, ১৪৪২, ১৫৪২; গ. ২৬৪৩, ২৭৪২, ৩১৪৩; ঘ. ৭৪৬৪, ৭০, ৮০৪৩; ঙ. ৭৪৫৫, ১১৪৮, ২৫৪৬০, ৩২৪৫; চ. ১৩৪৩, ২০৪৬, ৩২৪৫।

১২২৮। আলিফ লাম রা-আনাল্লাহ্ আরা অর্থাৎ আমি আল্লাহ্। আমি দেখি। কুরআনে শব্দ সংক্ষেপন বিষয়ে জানতে ১৬০ং টীকা দেখুন।
 ১২২৯। ‘তিলক’ নির্দেশক সর্বনাম দূরের কোন বিষয় বা বস্তুকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শব্দটি পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থের সেই
 সকল আয়াতের প্রতি নির্দেশ করছে যাতে কুরআন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত এবং কুরআনের মাবেই এর পূর্ণতা ঘটেছে। কোন কোন
 তফসীরকারীর মতে একটি লিখিত পৃষ্ঠ কিতাব পূর্বাঙ্গে আল্লাহ্ তাআলার নিকট রাখ্মিত ছিল এবং সেই ঐশ্বী কিতাব থেকে তিনি সময়ে
 সময়ে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছিলেন এবং সেই মূল কিতাবের প্রতিই এ ইংগিত। অন্যান্যদের মতে উক্ত সর্বনাম কুরআনের উচ্চ
 মর্যাদা জ্ঞাপন করে এবং তা কুরআনের আয়াতসমূহের মাহাত্মা ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।

୧୨୩୦ । 'ପ୍ରଜାପୂର୍ବ' ଶବ୍ଦଟି କୁରାନେର ତିମଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରଛେ (କ) କୁରାନ ଜ୍ଞାନସମ୍ବନ୍ଧ, ସକଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନେର ଭିତ୍ତି ଏବଂ ସକଳ ସତ୍ୟରେ ଆଧାର ଓ ନିୟାମକ, (ଖ) ସକଳ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଓ ପରିହିତିର ଶିକ୍ଷା ଏତେ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ (ଗ) ସକଳ ଧର୍ମର ମତତେଦ ବା ବିରୋଧସମହେର କ୍ଷେତ୍ରେ ସଠିକ ମୀଯାଂଶ୍ବ ଦାନକାରୀ ।

১২৩১। 'কাদাম' অর্থ অধ্যাধিকার, পদমর্যাদা, প্রতিষ্ঠা। বলা হয় 'লাহু ইন্দী কাদামুন' অর্থাৎ শক্তি বা পদমর্যাদায় সে আমার নিকটতর (লেইন)।

১২৩১-ক। এ আয়াত এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে দুশ্চরিত্র লোকেরা সকল আত্মর্যাদা, জ্ঞান ও আত্ম-বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। এখানে অবিশ্বাসীদেরকে এত অধ্যগতিত লোকরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে যে তারা কল্পনাও করতে পারতো না তাদের মাঝ থেকে কোন ব্যক্তি নবীরূপে এসে তাদেরকে এ মর্যাদাহীন পক্ষে নিমজ্জিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারে। কেবল বহিরাগত কোন লোক এসে তাদের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে বলে তারা মনে করতো।

୧୨୩୨ | ୧୯୫୪ ଟିକା ଦୃଷ୍ଟରୀ ।

୧୨୩୧-କ । ୫୪ ମିଳା ଦଷ୍ଟରା ।

১২৩৩। তামার আরশের অর্থ-আল্লাহু তাআলার অলৌকিক (Transcendental) গুণবলী যাতে তিনি ছাড়া অন্য কারো কোনও অধিকার নেই, যা তাঁর একান্ত নিজস্ব এবং তাঁর ব্যক্তিগত ও বিশেষ প্রেরণাপ্রেটিভ। আল্লাহু তাআলার এ সমৃদ্ধ তানিবিহী বা সাদৃশ্যাহীন গুণবলী তাঁর তাশিবিহী বা সাদৃশ-জ্ঞাপক গুণবলীর মাধ্যমে প্রদর্শিত বা প্রকাশিত হয়ে থাকে যা ৬৯ঃ১৮ আয়াতে “তোমার প্রভুর আরশ কে বহন করবে” রূপে বর্ণিত হয়েছে। ১৯৬ টাকাও দুষ্টব্য।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

الرَّأْسُ تِلْكَ أَيْتُ الْكِتَبُ الْحَكِيمُ

أَكَانَ لِلّٰهِ سَعْجَبًا أَنَّ أَوْحَيْنَا إِلَى
رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنَّ أَنْذِرِ النّٰسَ وَبَشِّرْ
الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ
عِنْدَ رَبِّهِمْ، قَالَ الْكُفَّارُونَ إِنَّ هَذَا
لَسْحَرٌ مُّبِينٌ ②

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ فِي سَتَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى

বিষয়^{১২৩৪} ক্ষণিয়ত্বণ করেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউই
সুপাশিকারী হতে পারে না। এই হলেন তোমাদের প্রভু-
প্রতিপালক আল্লাহ্। অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।
তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

৫। ^১তাঁরই দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে। এ
হলো আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রূতি। ^২তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন।
এরপর তিনি এর পুনরাবৃত্তিও করেন যাতে তিনি সেই সব
লোককে ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিদান দিতে পারেন যারা ঈমান
এনেছে এবং সৎকাজ করেছে^{১২৩৫}। আর যারা অস্তীকার করেছে
তাদের ক্রমাগত অস্তীকারের দরজন তাদের জন্য থাকবে পানীয়
হিসেবে ফুট্ট পানি এবং যন্ত্রণাদায়ক আঘাত।

★ ৬। ^১তিনি সূর্যকে রশ্মিবিকিরণকারী^{১২৩৬} ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময়
করে বানিয়েছেন। আর ^২তোমাদের বছরের গণনা ও
(সময়ের) হিসাব^{১২৩৭} জানার জন্য তিনি এর নানা তিথি
নির্ধারণ করেছেন। যথাযথ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ এ (সব) সৃষ্টি
করেছেন। তিনি জ্ঞানী লোকদের জন্য এসব আয়ত
বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।

দেখুন : ক. ৩২৯৬; খ. ২৪২৫৬, ৩২৯৫; গ. ৬৪১৬৫, ১১৪৫, ৩৯৪৮; ঘ. ১০৪৩৫, ২৭৪৬৫, ২৯৪২০, ৩০৪১২, ২৮; ঙ. ২৫৪৬২, ৭১৪১৭; চ. ১৭৪১৩।

১২৩৪। ‘তিনি সব বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন’ বাক্যটি বিশ্বজগতের কার্য-প্রক্রিয়াকে এবং এর উপায়-উপকরণকে নির্দেশ করে যা আল্লাহ
তাআলা তাঁর হৃকুম এবং ইচ্ছা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকেন।

১২৩৫। মৃত্যুর পরে মানুষকে কেবল নৃতন জীবনই দেয়া হবে না বরং সেখানে তার ইহজগতের কর্মের মূল্যায়ন করে তাকে শাস্তি ও
পুরুষান্তরে পূর্বৰূপনাক্রমে উত্তরাধিকারিত্ব চলতে থাকে যাতে পূর্বপুরুষের সৎকর্মসমূহ বৃথা না হয় এবং পরবর্তী
বংশধরগণ তা থেকে উপকৃত হতে পারে। ‘সালিহাত’ শব্দের অর্থ ভাল ও সৎকর্ম ছাড়াও নির্দিষ্ট বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে জরুরী
প্রয়োজনানুসারে সম্পাদিত কর্মসূহকেও বুবায়।

১২৩৬। ‘যিয়া’ অর্থ, আলো, উজ্জ্বল বা চমকপ্রদ আলো। ‘যিয়া’ নূর শব্দের সমার্থবোধক। কারো কারো মতে এটি নূর অপেক্ষা অধিক
তীব্রতা বা গভীর তাৎপর্য বহন করে। অভিধান বিশারদদের কারো কারো বিবেচনায় ‘যিয়া’ দ্বারা এমন আলো বুবায় যা ‘নূর’ দ্বারা বিস্তৃত
বা বিকীর্ণ হয়। আবার অন্যান্যদের মতে ‘যিয়া’ সেই আলোকরশ্মিকে বুবায় যার নিজস্ব বিদ্যমানতা আছে-যথা সূর্যের বা আগনের আলো
এবং ‘নূর’ হলো সেই আলোর অস্তিত্ব যা অন্য কিছুর দ্বারা প্রতিফলিত, যথা চন্দ্রের আলো অর্থাৎ প্রতিবিষ্ঠিত আলো (লেইন ও আকরাব)।
যাহোক ‘যিয়া’ হলো তীব্র আলোকছটা এবং নূর, এমন আলো, যা সাধারণভাবে ব্যাপক ও অন্ধকারের বিপরীত অর্থ বুবায়। এ জন্যই
আল্লাহ্ তাআলার আরেক নাম ‘নূর’। এ অর্থই বরং অধিক ব্যাপক এবং সেই সঙ্গে অধিকতর গৃত ভাব ও তাৎপর্য জ্ঞাপক
(মুহীত)।

১২৩৭। তফসীরাধীন আয়াত অত্যন্ত জ্ঞানগর্ত প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি নির্দেশ করছে। কোন বস্তু মহাশূন্যে কতটুকু স্থান পরিভ্রমণ করেছে
তা আমরা নিরূপণ করতে পারি কেবলমাত্র অন্যান্য বস্তুর আপেক্ষিকতায় এর স্থান পরিবর্তনের দ্বারা। আল্লাহ্ তাআলা সূর্য এবং চন্দ্রের
গতির ভিন্ন ভিন্ন ধাপ নিয়োজিত করেছেন যাতে আমরা সময়ের গণনা করতে সক্ষম হই। অন্য কথায় তিনি এ সব গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি
জ্যোতিষ্মত্ত্বাকে চলমান করেছেন এবং এদের গতির পর্যায় বা ক্রম নির্ধারিত করে দিয়েছেন যাতে এ গতি লক্ষ্য করে আমরা বুঝতে
পারি যে এত সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং আমাদের মূল অবস্থান থেকে আরো সরে চলেছি। সর্বপ্রকার পঞ্জিকা বা কাল গণনার পদ্ধতি
সূর্য এবং চন্দ্রের গতিবিধির উপর নির্ভর করে। চন্দ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। ফলে আমরা মাস-পঞ্জির হিসাব জানতে পারি। পৃথিবী সূর্যের
চারদিকে ঘুরে এবং নিজ অক্ষরেখার উপরেও আবর্তন করে, এরপে আমাদেরকে বছর এবং দিন নিরূপণ করতে সক্ষম করে।

عَلَى الْعَرْشِ يُدْبِرُ اَلْمَرَاءَ مَا مِنْ شَفِيعٍ
لَا مِنْ بَعْدِ رَازِيهِ مَذْكُومُ اللَّهُ رَبِّكُمْ
فَاعْبُدُوهُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ ①

إِنَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَنَّهُ
حَقًا إِنَّهُ يَنْهَا اَلْخُلُقُ شُهَدَيْهُ
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ امْتُنُوا وَعَمِلُوا
الصِّلْحَاتِ بِالْقُسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ اَلِيْهِمْ
بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ②

هُوَ اَلَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَ
الْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السَّيْنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ
ذَلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ جَيْفَصْلُ اَلْأَيْتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ③

৭। নিশ্চয় ক'রাত ও দিনের পালাক্রমে আগমনে এবং আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আল্লাহ্ যা-ই সৃষ্টি করেছেন এতে মুস্তাকীদের জন্য অনেক নির্দেশন^{১৩৩} রয়েছে।

৮। নিশ্চয় যারা আমাদের সাথে সাক্ষাতের আশা^{১৩৪} রাখে না, যারা পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট ও এতেই পরিত্পত্তি এবং যারা আমাদের নির্দেশনাবলীর প্রতি উদাসীন,

৯। এদের কৃতকর্মের দরশনই আগুন হলো এদের ঠাই।

১০। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাদের ঈমানের দরশনই তাদেরকে হেদায়াত দান করবেন। নেয়ামতপূর্ণ বাগানসমূহে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে^{১৩৫} নদনদী বয়ে যাবে।

إِنَّ فِي أُخْتِلَافِ الْيَوْمِ وَالنَّهَارِ وَمَا
خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يُنِيبُ
لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ①

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجِعُونَ لِفَتَأَءَنَا وَرَضُوا
بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَوْا بِهَا وَ
الَّذِينَ هُمْ عَنِ ابْرَاجِنَا غَفِلُونَ ②

أُولَئِكَ مَا وَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ③

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ
يَهُدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ جَنَاحِي
مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَرُ فِي جَنَّتِ
النَّعِيمِ ④

দেখুন : ক. ২১১৬৫; ৩১১৯১; ২৩৯৮১; খ. ১০৯১২,৮৬; ২৫৯২২; গ. ২১২৭৮; ৪৯১৭৬; ১৩৯৩০; ১৪৯২৪; ২২১৫,২৪।

১২৩৮। বর্তমান আয়াতে 'মুস্তাকীদের জন্য' উক্তিটি পূর্ববর্তী আয়াতের 'জ্ঞানী লোকদের জন্য' উক্তির বদলে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ যদিও চন্দ্র-সূর্যের ক্রম আবর্তন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় সাধারণ ব্যক্তিও তা জানে, তবুও শুধু মুস্তাকী লোকেরাই বিজ্ঞাপভাবে না নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা থেকে প্রকৃত আধ্যাত্মিক ফায়দা হাসিল করতে পারে। পূর্বোক্ত আয়াতে বর্ণিত চন্দ্র এবং সূর্যের ভিন্ন কক্ষ বিন্যাস সকলের অনুধাবন করা এবং বোধগম্য হওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। অতএব কেবল জ্ঞানসমৃদ্ধ ব্যক্তিরাই তা দিয়ে উপকৃত হতে পারে। এছাড়া দিন এবং রাত্রির পালাক্রমে আগমন জাতিসমূহের উত্থান-পতনের অনুরূপ। তাদের উন্নতি এবং গৌরবময় দিবসের পরে আসে তাদের অবনতি ও অধঃপতনের রাত্রি। কোন জাতিই কখনো অবিরাম বা স্থায়ী গৌরব ভোগ করেনি, কোন জনগোষ্ঠীও চিরকাল দুর্দশাপ্রস্তু অবস্থায় থাকেন বা চিরদিন অধঃপতিত অবস্থায় অঙ্ককারে পথ হাতড়ে বেড়ায়নি। কোন জাতি তাদের উন্নতির কালকে দীর্ঘ করতে পারে এবং অবনতি ও অবক্ষয়ের অঙ্ককার রাত্রিকে হ্রাস করতে পারে। তাদের রাত্রির আগমনকে বিলম্বিত করাও তাদের কর্মফল দ্বারাই সম্ভব।

১২৩৯। মানব প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে এ গুরুত্ববহু বাস্তব সত্য উদ্ঘাটিত হয় যে মানবীয় সকল উন্নতি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি আশা ও ভয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের চরম প্রচেষ্টা এ দু'টির যে কোন সহজাত বৃত্তির প্রেরণাপ্রসূত। কোন কোন ব্যক্তি ক্ষমতা, পদ বা সম্পদ বৃদ্ধির আশায় অনুপ্রাণিত হয়ে কঠোর পরিশ্রম করে, অন্যান্যরা ভূতির কারণে কাজ করে। বর্তমান আয়াতে উল্লেখিত উভয় শ্রেণীর লোকের হৃদয়ে নাড়া দেয়া হয়েছে 'রায়া' শব্দ ব্যবহারে, যার অর্থ সে আশা করেছিল, সে ভীত হয়েছিল (লেইন)।

১২৪০। 'তাহত' (পাদদেশ) শব্দ এখানে বশ্যতা বা দাসত্ব অর্থে আলঙ্কারিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থে 'তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন' উক্তির মর্ম হলো, জান্মাতের অধিবাসীরা তাদের পাদদেশে প্রবাহিত ঝর্ণাধারা দখলদাররূপে বা প্রজাপত্ররূপে ভোগ করবে না, বরং তারা

- ১। সেখানে তাদের প্রার্থনা হবে, 'হে আল্লাহ! ^{۱۲۸۱} তুমি
পবিত্র' এবং সেখানে ^۴তাদের (পারস্পরিক) শুভেচ্ছা-সম্ভাষণ
হবে 'সালাম' (অর্থাৎ শান্তি)। আর তাদের শেষ কথা হবে,
৬ 'সব প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক।'

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَ
تَحْيِيْتُهُمْ فِيهَا سَلَّمَ وَأَخْرُدَ عَوْنَاهُمْ
آنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

- ১২। আর ^۴আল্লাহ যদি মানুষকে (তাদের) দুর্কর্মের প্রতিফল
তাদের দ্রুত সম্পদ চাওয়ার ^{۱۲۸۲} মত দ্রুত প্রদান করতেন
তাহলে তাদের নির্ধারিত মেয়াদ (পূর্বেই) শেষ করে দেয়া
হতো। যারা ^۴আমাদের (সাথে) সাক্ষাতের প্রত্যাশা রাখে না
আমরা তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা অবস্থায় ছেড়ে
দেই।

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ
ا شِعْجَانَاهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ
أَجَلُهُمْ، فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَلُونَ ۝

- ★ ১৩। আর মানুষের ওপর যখন ^۴দুঃখকষ্ট নেমে আসে তখন
সে পাশ ফিরে শুয়ে, বসে অথবা দাঁড়িয়ে আমাদের ডাকে।
কিন্তু আমরা যখন তার দুঃখকষ্ট তার থেকে দ্রু করে দেই
তখন সে এমনভাবে (পাশ কাটিয়ে) চলে যায় যেন তার ওপর
নেমে আসা দুঃখকষ্ট লাঘব করার জন্য সে আমাদের কথনো
ডাকেই নি। এভাবেই সীমালজ্যনকারীদের কৃতকর্ম তাদের
দৃষ্টিতে সুন্দর করে দেখানো হয়ে থাকে।
- ★ ১৪। আর তোমাদের পূর্বে বিভিন্ন প্রজন্মকে ^۴আমরা ধ্বংস
করে দিয়েছি ^{۱۲۸۳} যখন তারা যুলুম করেছিল, অথচ তাদের কাছে

وَإِذَا مَسَ الْأَنْسَانَ الصُّرُّ دَعَانَا
لِجَنَّتِهِ أَوْ قَارِعًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا
كَشَفْنَا عَنْهُ صُرَّةً مَرَّ كَانَ لَهُ
بَدْعَنَا إِلَى صُرَّ مَسَّةً كَذَلِكَ زُرْنَ
لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

وَلَقَدْ أَهْلَكَنَا الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ

দেখুন ৪ ক. ১৪৪২৪; ৩৬৪৫৯; খ. ১৭৪১২; গ. ১০৪৮; ঘ. ৩০৪৩৪; ৩৯৪৯,৫০; ঙ. ৬৪৭; ২০৪১৩৯; ৩২৪২৭।

জান্নাতের উক্ত স্নোত্তাস্থণীর মালিক এবং পরিচালকও হবে।

১২৪১। আল্লাহ তাআলার মহিমাবিত প্রশংসা ও শোকরিয়া আদায় হবে স্বতঃস্ফূর্ত ও সহজাত প্রবৃত্তির প্রেরণা থেকে। কারণ জান্নাতে
মানুষের নিকট সকল কিছুরই সত্যতা যথার্থকরে বাস্তবাকারে প্রকাশিত হবে এবং তারা বুঝতে পারবে আল্লাহ তাআলার সকল কর্মই
গভীর প্রজ্ঞামণিত। এ চেতনা বা উপলব্ধিতে তারা সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ্বে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চস্বরে বলে উঠবেং
'হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র!' এ আয়াত এটাও বুঝায় যে মু'মিনের শেষ পরিণতি সুখ ও শান্তি। আল্লাহ তাআলার মহিমা কীর্তনের মাধ্যমেই
তারা তা প্রকাশ করে।

১২৪২। 'খায়ের' শব্দের এক অর্থ ধনসম্পদ (লেইন)। এ অর্থে আয়াতের মর্ম হচ্ছে, অবিশ্বাসীরা ধনসম্পদ উপার্জনের উদ্দেশ্যে সকল
কর্ম শক্তি ব্যব করে এবং আল্লাহ তাআলাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। তাদের আচরণ বলে দেয়, অমঙ্গল তাদেরকে অতর্কিতে পাকড়াও
করবে। কিন্তু আল্লাহ শান্তি প্রদানে ধীর। তিনি যদি তাদেরকে প্রাপ্য শান্তি দিতে ত্বরা করতেন তাহলে অনেক পূর্বেই তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত
হতো। যদি 'খায়ের' শব্দের অর্থ ভাল বা মঙ্গল করা হয় তবে আয়াতের মর্ম দাঁড়ায়, মঙ্গল করার ক্ষেত্রে আল্লাহ যেরূপ ত্বরা করেন, যদি
অবিশ্বাসীদেরকে শান্তি প্রদানে সেৱণ তাড়াহুড়া করতেন তাহলে তারা আরো অনেক পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো।

১২৪৩। গ্রীষ্মী শান্তি দু'প্রকার, যথা ৪- (১) প্রাকৃতিক নিয়ম লংঘনের প্রতিফলে এবং (২) শরীয়তের বিধানকে বিন্দুপ বা অবজ্ঞা করার
প্রতিফলে হয়। শেষোক্ত শান্তি কোন জাতি বা মানব গোষ্ঠীকে অতর্কিতে পাকড়াও করে তখন, যখন তারা অসাধু জীবন যাপন করে
অথবা তাদের মাঝে যখন আল্লাহ তাআলার নবী আবির্ভূত হয়ে থাকেন এবং তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে এবং সত্য প্রচারে সর্বপ্রকার
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ রকম শান্তি নিশ্চিত বৈশিষ্ট্যসূচক হয়ে থাকে। অন্যান্য শ্রেণীর শান্তি, যথা জাতিসমূহের উত্থানপতন, প্রাকৃতিক
নিয়ম লংঘনের ফলে এসে থাকে।

(এর পূর্বে) তাদের রসূলরা সুস্পষ্ট নির্দশনাবলীসহ এসেছিল। কিন্তু তারা ঈমান আনার লোকই ছিল না। এভাবেই আমরা অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

১৫। আবার ^৪ তাদের পরে আমরা তোমাদেরকে পৃথিবীতে (তাদের) স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছি যেন আমরা দেখি তোমরা কেমন আচরণ কর।

১৬। আর তাদের কাছে যখন আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পড়ে শুনানো হয় তখন ^৫ যারা আমাদের (সাথে) সাক্ষাতের প্রত্যাশা রাখে না তারা বলে, ‘তুমি এ ছাড়া অন্য কোন কুরআন নিয়ে আস অথবা এতে কিছু রদবদল কর।’ তুমি বল, ‘নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী এতে পরিবর্তন করার কোন অধিকার আমার নেই।’ ‘আমার প্রতি যা ওহী করা হয় আমি কেবল এরই অনুসরণ করি। আমি আমার প্রভু-প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলে আমি অবশ্যই এক ভয়ঙ্কর দিনের আয়াবের আশঙ্কা করি।’^{১২৪৪}

১৭। তুমি বল, ‘আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে আমি এ (ঐশ্বরীগী) তোমাদের পড়েও শুনাতাম না এবং তিনিও এ (শিক্ষা) সম্পর্কে তোমাদের জানাতেন না। নিশ্চয় এ (নবুওয়তের দাবীর) পূর্বেও আমি তোমাদের মাঝে এক দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছি। তবুও কি তোমরা বিবেকবুদ্ধি খাটাবে না।’^{১২৪৫}

★ ১৮। ^৬অতএব যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলে অথবা তাঁর নির্দশনাবলী প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে ন্যায়বিচারকে নগ্নভাবে আর কে অমান্য করে? প্রকৃত সত্য হলো, অপরাধীরা কখনো সফল হয় না।’^{১২৪৬}

بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا
كَذِلِكَ تَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ^{১৩}

شَهَدَ اللَّهُ عَلَيْنَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
بَعْدَ هُمْ لَنَتَظَرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ^{১৪}

وَرَأَدَ اُتْشِلَ عَلَيْهِمْ أَيَّاً تَنَا بَيِّنَاتٍ، قَالَ
الَّذِينَ لَا يَرْجِعُونَ لِقَاءَنَا إِنَّا إِنَّا
غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدْلَهُ، قُلْ مَا يَكُونُ لِي
أَنْ أَبْدِلَهُ مِنْ تِلْقَائِنِي نَفْسِي، إِنْ
أَشَيْعَ رَأَلًا مَا يُؤْتَحِي إِلَيَّ، حَرَثِي أَخَافُ
إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ^{১৫}

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوَّثَهُ عَلَيْكُمْ وَلَا
أَذْرِكُمْ بِهِ فَقَدْ لَيْسَ فِيهِمْ عُمْرًا
مِنْ قَبْلِهِ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ^{১৬}

فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
أَوْ كَذَبَ بِإِيمَانِهِ، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الْمُجْرِمُونَ^{১৭}

দেখুন ৪ ক. ২৯৩১; ৭৪১৩০; খ. ১০৪৮; গ. ১৭৪৭৪; ঘ. ৬৪৫১; ৭৪২০৪; ৪৬৪১০; ঙ. ৬৪২২; ১১৪১৯; ৬১৪৮।

১২৪৪। এক বড় ভয়ঙ্কর দিনের শাস্তির তাৎপর্য বলতে জাতীয় বিপর্যয় বুঝায়।

১২৪৫। তফসীরাধীন আয়াত নবুওয়তের দাবীকারকের সত্যতা যাচাই করার জন্য বিচারের অভ্রান্ত মাপকাঠি বা নীতি নির্ধারণ করেছে। একজন নবীর নবুওয়তের দাবী করার পূর্বে জীবন যদি সত্যবাদিতায় অসাধারণ উচ্চ পর্যায়ের হয় এবং সেই সময় ও তার নবুওয়তের দাবীর মধ্যবর্তী সময়কালে তাঁর সেই উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ নৈতিক মহত্ব বা উৎকর্ষের কোনরূপ অধংগতির লক্ষণ যদি না থাকে তবে তাঁর দাবী অতি মর্যাদাসম্পন্ন এবং তা সত্যবাদী লোকের দাবী বলে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। স্বভাবতই কোন ব্যক্তির পক্ষে নিশ্চিতরূপে নিজ আচরণের মাঝে অভ্যসগতভাবে বড় রকমের ভাল বা মন্দ পরিবর্তন সাধন করাটা সময় সাপেক্ষে ব্যাপার। অতএব এটা কীরুপে সম্ভব, ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) যখন তাঁর নবুওয়তের দাবীর পূর্বে সমস্ত জীবন ব্যাপী অনন্য সাধারণ সৎ এবং সাধু ব্যক্তিরূপে প্রমাণিত ছিলেন, তখন তিনি হঠাতে রাতারাতি ভও দাবীকারকে পরিবর্তিত হয়ে গেলেন?

১২৪৬। এ আয়াত দুটি চিরস্থায়ী সত্য স্পষ্ট করে দিয়েছে: (ক) যারা আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে এবং যারা তাঁর প্রেরিত নবীকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে তারা কখনই ঐশ্বী শাস্তি থেকে রক্ষা পায় না, (খ) ভও এবং মিথ্যা নবী তার মিশনে বা আরুদ্ধ কাজে কখনো কৃতকার্য হতে পারে না।

★ ১৯। আর ^কতারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে (এমন কিছুর) উপাসনা করছে, যা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না এবং তাদের কোন উপকারও করতে পারে না। তারা বলে, ‘এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী’^{১২৪৭}। তুমি বল, ^খ‘তোমরা কি আল্লাহকে এমন কিছুর সংবাদ দিচ্ছ, যা আকাশসমূহে বা পৃথিবীতে (আছে অথচ তা) তাঁর জানা নেই? তিনি পবিত্র (ও) মহিমাভিত এবং তারা (তাঁর সাথে) যা শরীক করে তিনি এর বহু উর্দ্দে।’

★ ২০। আর ^গমানবজাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত^{১২৪৭-ক} ছিল। পরবর্তীতে তারা মতভেদ করলো^{১২৪৮}। আর ^ঘতোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পূর্বনির্ধারিত^{১২৪৮-ক} এক অমোগ বিধান যদি না থাকতো তাহলে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে সে বিষয়ে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেয়া হতো।

★ ২১। আর তারা বলে, [ঁ]‘তার প্রতি তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ কেন অবতীর্ণ করা হয় না?’ তুমি বল, ‘সব অদৃশ্য বিষয় আল্লাহরই (হাতে)। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর। নিশ্চয় আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান রইলাম’^{১২৪৯}।

২
[১০]
৭

দেখুন : ক. ১৬৪৭৪; ২২৪৭২; ২৯৪১৮; খ. ৪৯৪১৭; গ. ২৪২১৪; ঘ. ১১৪১১১; ২০৪১৩০; ৪১৪৪৬; ঙ. ৬৪৩৮।

১২৪৭। শিরকের প্রকৃত কারণ হলো পৌত্রলিকদের পক্ষে তাদের নিজেদের সৃষ্টি বস্তুগুলোর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য উপলক্ষ্মি করতে ব্যর্থ হওয়া। আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলী সম্বন্ধে এবং তাঁর ক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা সম্পর্কেও একজন মুশরিকের ভাস্ত ধারণা থাকে। সে অজ্ঞতাপূর্ণ বিশ্বাস পোষণ করে। কোন কিছুর মধ্যস্থতা ছাড়া সে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করতে পারে না এবং আল্লাহ তাআলাও তাঁর নৈকট্যগ্রান্থ ব্যক্তিদের মধ্যস্থতা ছাড়া তাঁর প্রতি সদয় হয়ে স্বেচ্ছায় উচ্চাসন থেকে নেমে আসতে পারেন না। ইসলাম ধর্ম এ উভয় প্রকার ধারণার জোর বিরোধিতা করে।

১২৪৭-ক। প্রেরিত নবীর বিরুদ্ধে শক্রতা করতে তারা সকলেই একত্বাদ্ধ ছিল। ২৫৪ টীকা দ্রষ্টব্য।

১২৪৮। “পরবর্তীতে তারা মতভেদ করলো” উক্তির মর্ম হতে পারে : (ক) আল্লাহ তাআলা মানবকে সঠিক পথ অবলম্বন করার সামর্থ্য বা যোগ্যতা দ্বারা ভূষিত করেছিলেন এবং ঐশ্বী-নির্দেশনার মাধ্যমে ব্যবস্থাও দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা সেই পথ পরিহার করে ভয়ে পতিত হয়েছিল, (খ) সর্বদাই আল্লাহ তাআলার প্রত্যাদিষ্ট নবীর মাধ্যমে তাদের সব সময় অভ্রাত পথ দেখানো হয়েছে, কিন্তু তারা নিজেদের বিভেদে অব্যাহত রেখেছে, (গ) আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধাচরণে অবিশ্বাসীরা সবাই একই পথ অবলম্বন করে চলে এবং এভাবে তারা একই দলভুক্ত হয়ে যায়। সর্বযুগেই তারা আল্লাহর প্রেরিত নবীদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং তাদের সাথে মতবিরোধ করেছে। ২৫৫ টীকা দ্রষ্টব্য।

১২৪৮-ক। এ উক্তি ৭৪১৫৭ আয়াতে উল্লেখিত ‘আমার কৃপা সব কিছুকে পরিব্যঙ্গ করে রেখেছে’ কথার প্রতি নির্দেশ করে।

১২৪৯। শাস্তি শীঘ্র আসছে না কেন-কাফিরদের এ প্রকারের দাবীর কার্যকর উন্নত এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদেরকে বলার জন্য হ্যরত নবী করীম (সাঃ)কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তারা নয়, বরং তিনিই আয়াব সম্বন্ধে অগ্রিম সংবাদদাতাঙ্কণে এর বিলম্বের কারণে বিচলিত হওয়ার কথা। কারণ শাস্তি আসার বিলম্বের জন্য তাকেইতো উপহাসের পাত্রে পরিগত করা হচ্ছে এবং তিনি যখন ধৈর্যের সাথে আল্লাহ তাআলার চূড়ান্ত রায়ের অপেক্ষা করছেন তখন তারা কেন অপেক্ষা করবে না!

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضْرُّهُمْ
وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ لَأَ
شُفَاعًا لَّنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُنَّ
اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
سُبْحَانَهُ وَتَعَلَّمَ عَمَّا
يُشَرِّكُونَ^⑩

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةٌ وَّاَيْدَةً
فَآخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ
رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فَيَمَّا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ^⑪

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَإِنَّهُ رَءِيْ
রَبِّيْ مَعَهُمْ مِّنَ الْمُنْتَظَرِيْ^⑫

★ ২২। আর যখনই দুঃখকষ্টে জর্জিরিত মানুষকে 'আমরা কুপার স্বাদ এহণ করাই তখনই 'আমাদের নির্দশনাবলীর বিরুদ্ধে তারা তৎক্ষণাত্মে পরিকল্পনা করতে শুরু করে' ১২৫০। তুমি বল, 'আল্লাহ্ সবচেয়ে দ্রুত পরিকল্পনাকারী।' তোমরা যে পরিকল্পনা করছ নিশ্চয় আমাদের দৃতেরা তা লিখে রাখছে।

★ ২৩। তিনিই জলেস্থলে তোমাদের ভ্রমণ করিয়ে থাকেন এবং তোমরা যখন নৌকায় (আরোহণ করে) 'থাক আর সেগুলো মৃদুমন্দ বাতাসের মাধ্যমে সেইসব (লোকদের অর্থাৎ কাফির ও মুমিনদেরকে এক সাথে) নিয়ে চলে এবং এতে তারা খুব আনন্দিত হয় তখন অকস্মাত্ম এক প্রবল ঝড়ে হাওয়া সেগুলোকে আঘাত করে এবং চারদিক থেকে ঢেউ তাদের দিকে ধেয়ে আসে আর তাদের ঘিরে ফেলা হয়েছে বলে তারা মনে করে, এসময় তারা আল্লাহ্ প্রতি অক্ত্রিম ও ঐকাত্তিক বিশ্বাস নিয়ে তাঁকে (এই বলে) ডাকে, 'তুমি এ (বিপদ) থেকে আমাদের উদ্ধার করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' ১২৫১।

★ ২৪। অতএব 'তিনি যখন তাদের উদ্ধার করেন তখন তারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করতে আরম্ভ করে। হে লোকেরা! তোমাদের বিদ্রোহ কেবল তোমাদের বিরুদ্ধেই যাবে। (তোমরা) 'পার্থিব জীবনের সাময়িক সুখ ভোগ করবে। এরপর আমাদের দিকে তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আমরা তোমাদেরকে অবহিত করবো।

★ ২৫। 'পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত সেই পানির মত, যা আমরা আকাশ থেকে অবর্তীর্ণ করে থাকি। অতঃপর এর সাথে পৃথিবীর উঙ্গিদ মিলেমিশে যায়, যা থেকে মানুষ ও গবাদিপশু খেয়ে থাকে। অবশেষে পৃথিবী যখন নিজ পূর্ণ সৌন্দর্য ধারণ করে এবং সুশোভিত হয়ে ওঠে এবং এর মালিকেরা একে নিজেদের কর্তৃত্বাধীন বলে মনে করে তখন রাতে বা দিনে অকস্মাত্ম আমাদের সিদ্ধান্ত এসে পড়ে।

দেখুন : ক. ৩০১৩৭; ৪১১৫১, ৫২; ৪২১৫১; খ. ৮১১৩১; ৩৫১৪৪; গ. ১৭১৬৭; ২৯১৬৬; ৩১১৩৩; ঘ. ১৭১৬৮; ৩১১৩৩; ঙ. ৩৫১৪৪ চ. ১৮১৪৬; ছ. ৩১১১৮।

১২৫০। করুণা আল্লাহ্ তাআলার নিকট থেকে আসে, কিন্তু দুর্দশা মানবের মন্দ কর্মেরই ফল।

১২৫১। মৃদুমন্দ বায়ু যেমন কোন কোন সময় প্রবল ঝড়ে পরিণত হয় এবং ব্যাপক ধূসের কারণ হয়, তেমনি কাফিরদেরকে দেয়া অবকাশ তাদের ধূসের প্রাথমিক অংশ বলা যেতে পারে। অবিশ্বাসীদেরকে এ প্রকাশ্য সত্যটি ভালভাবে উপলব্ধি করাবার জন্য তাদের সম্মুদ্দেশ্যাত্মক প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে।

وَإِذَا أَذْنَاهُ النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ
صَرَّاءَ مَسْتَهْمَ إِذَا لَهُمْ مَكْرُءٌ فِي
أَيَّا تَنَاهَا قُلَّا اللَّهُ أَشَرَعَ مَكْرُءًا دَرَانَ
رُسْلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ⑩

هُوَ الَّذِي يُسَيِّدُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ
بِرِيعٍ طِبَّةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَ ثُمَّا
رِيئَ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ
كُلِّ مَكَانٍ وَظَلَّتْ أَنْهَمُ أَجْيَطَ بِهِمْ
دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لِهِ الْيَتَيْنَ هُنَّ
أَنْجَيْتَنَا مِنْ هُذِهِ لَنْكُونَنَّ مِنْ
الشَّكَرِيْنَ ⑩

فَلَمَّا آتَيْنَاهُمْ مِا ذَاهِمٌ يَتَغَيَّرُونَ فِي الْأَرْضِ
يَغْيِرُونَ الْحَقَّ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا يَعْلَمُكُمْ
عَلَى أَنفُسِكُمْ مَمَّا تَنَعَّمُ بِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا زَ
نْمَ لَائِنَا مَرْجِعُكُمْ فَتَنَبَّئُوكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑩

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٌ
أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ
نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ
وَالْأَنْعَامُ، حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ
رُخْرُقَهَا وَأَزْيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلَهَا أَنَّهُمْ
فِي رُؤُونَ عَلَيْهَا، أَتَهُمْ أَمْرُنَا لَيْلًا وَ

এরপর আমরা একে এমন এক কেটে ফেলা ফসলের ক্ষেত্রের মত করে দেই ^১যেন পূর্বের দিনেও এর কোন অস্তিত্ব ছিল না^{১২৫২}। চিন্তাশীল লোকদের জন্য আমরা এভাবেই নির্দেশনাবলী বিষদভাবে বর্ণনা করে থাকি।

২৬। আর শাস্তি^{১২৫৩} নিবাসের দিকে ^১আল্লাহ্ তোমাদের ডাক দেন। আর তিনি যাকে চান সরলসুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

২৭। ^১যারা উত্তম কাজ করেছে তাদের জন্য থাকবে সর্বোত্তম প্রতিদান^{১২৫৪}, (বরং এ ছাড়াও) আরো অনেক (প্রতিদান থাকবে)^{১২৫৫}। আর ^১কালিমা ও লাঙ্ঘনা তাদের চেহারাকে কখনো আচ্ছন্ন করবে না। এরাই জান্নাতবাসী। এরা সেখানে চিরকাল থাকবে।

২৮। আর যারা ^১মন্দকাজ করেছে (তাদের জন্য) মন্দ কাজের প্রতিফল সেই (মন্দ কাজের) অনুরূপই হবে এবং ^১লাঙ্ঘনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। আল্লাহ্ আয়াব থেকে তাদের রক্ষা করার কেউ থাকবে না। তাদের মুখমণ্ডল যেন রাতের আঁধারের (এক) ফালি দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে^{১২৫৬}। এরাই আগন্নের অধিবাসী। সেখানে এরা দীর্ঘকাল থাকবে।

★ ২৯। সেদিন সম্পর্কে সতর্ক হও ^১যেদিন আমরা তাদের সবাইকে একত্র করবো। এরপর যারা শির্ক করেছিল আমরা তাদের বলবো, ‘তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে পড়।’ এরপর আমরা তাদেরকে

দেখুন : ক. ১১৪৬৯; খ. ৬৪১২৮; গ. ৫০৪৩৬; ঘ. ৭৫৪২৩, ২৪; ঙ. ৮২৪৪১; চ. ৬৪৪৪৪; ৭৫৪২৫; ৮০৪৪১, ৪২; ৬৪৪৩, ৪; ছ. ৬৪২৩; ৮৬৪৭।

১২৫২। এ নীতি-কথার অস্তর্নিহিত অর্থ হলো : যখন জাতি অহঙ্কারী ও অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে এবং জীবনকে হাঙ্কাভাবে গ্রহণ করে তখন তাদের অধঃপতন আরঙ্গ হয় এবং তারা দুঃখে পতিত হয়।

১২৫৩। ‘সালাম’ অর্থ-নিরাপদ, নিরাপত্তা, দোষক্রতি মুক্ত বা অসৎ অভ্যাসমুক্ত, অথবা এর অর্থ শাস্তি, আনুগত্য এবং জাহাত। আল্লাহ্ তাআলার এক নামও ‘সালাম’ (লেইন)।

১২৫৪। ‘আল্লাহ্ তুস্না’ অর্থ আনন্দদায়ক পরিণাম, বিজয়, ব্যগ্রতা, তৎপরতা। উক্তির মর্ম : (১) বিশ্বস্তী এক সুহৃময় পরিণামে পৌছুবে, (২) তারা কৃতকার্য্যতা লাভ করবে, এবং (৩) আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে আগ্রহী এবং কর্মতৎপর করবেন।

১২৫৫। ‘যিয়াদাহ’ (অর্থ আরো বেশি) শব্দের মর্ম হচ্ছে, মু’মিনরা তাদের পুরকারব্রহ্ম আল্লাহকে লাভ করবে এবং ‘আল্লাহ্ তুস্না’ শব্দ (এক অর্থ আল্লাহর দৃষ্টি) উক্ত ধারণাকে সমর্থন করে।

১২৫৬। এ আয়াতের মাঝে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সত্য নিহিত : (ক) পুণ্যের পুরকার বহুগুণ (পূর্ববর্তী আয়াত দেখুন), আর পাপের ফল সমপরিমাণ, (খ) যারা আল্লাহর বিধান লজ্জন করে তারা উচ্চ আদর্শের অনুপ্রেরণা এবং মহৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে নিবৃত্ত হয়ে যায় এবং উদ্যম হারিয়ে ফেলে এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্ব দানের উচ্চাভিলাষ থাকে না এবং কেবল অন্যের অনুকরণে অভ্যন্ত হয়ে পড়ে, (গ) এরূপ অবস্থায় পতিত হয়ে এবং আল্লাহ্ তাআলার অস্তুষ্টি অর্জন করে তারা আপদ বিপদ আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য হতে বক্ষিত হয়, (ঘ) অসাধু লোকের অন্যায়-অবিচার এবং পাপ কর্মসমূহ দীর্ঘদিন গোপন থাকতে পারে না, আগে হোক বা পরে হোক প্রকাশ হয়েই পড়ে।

نَهَا إِذْ جَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَانَ لَمْ تَعْنَ
بِالْأَمْسِ، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَتِ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ^(১)

وَاللَّهُ يَذْعُو إِلَى دَارِ السَّلَمِ، وَيَهْدِي
مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ^(২)

لِلَّذِينَ أَخْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً، وَلَا
يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذَلَّةٌ، أَوْ لِئِنْكَ
أَصْحَبُ الْجَنَّةَ، هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ^(৩)

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءً
سَيِّئَاتٍ يُمِثِّلُهَا، وَتَرْهَقُهُمْ ذَلَّةٌ مَا
لَهُمْ مِنْ إِلَهٍ مِنْ عَاصِمٍ، كَانُوكَمَا
أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنْ الَّيْلِ
مُظْلِمًا، أَوْ لِئِنْكَ أَصْحَبُ النَّارِ، هُمْ
فِيهَا خَلِدُونَ^(৪)

وَيَوْمَ نَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ
لِلَّذِينَ آشَرُكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَ

আলাদা করে দিব। তখন তাদের কল্পিত শরীকরা বলবে,
‘তোমরা কখনো আমাদের উপাসনা করতে না’।

- ★ ৩০। অতএব তোমাদের ও আমাদের মাঝে সাক্ষী হিসেবে
আল্লাহই যথেষ্ট। তোমাদের উপাসনা সম্পর্কে ‘আমরা
একেবারে অনবহিত ছিলাম।

৩১। ^১সেখানে প্রত্যেক আস্তা নিজ কৃতকর্ম সম্পর্কে জানতে
পারবে^{১১৭}। আর তাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহর দিকে
তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে এবং তাদের সব বানানো কথা
তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে।

- ★ ৩২। তুমি বল, ‘আকাশ ও পৃথিবী থেকে কে তোমাদের
রিয়ক দেয় অথবা শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির ওপর কে কর্তৃত
রাখে? আর ^১কে মৃত থেকে জীবিতকে বের করে আনে এবং
কে জীবিত থেকে মৃতকে বের করে? আর ^১কে (এ) সব বিষয়
পরিচালনা করে^{১১৮}? তখন তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ’।
অতএব তুমি বল, ‘তরুণ কি তোমরা (তোমাদের মন্দ বাসনা
চরিতার্থ করার লক্ষ্য থেকে) বিরত হবে না?’

- ★ ৩৩। অতএব ইনিই হলেন তোমাদের প্রকৃত প্রভু-প্রতিপালক
আল্লাহ। অতএব সত্যকে বাদ দিলে প্রকাশ্য ভাস্তি ছাড়া আর
কী থাকে? তাহলে (সত্য থেকে) তোমাদেরকে কিভাবে
ফিরানো হচ্ছে?

৩৪। ^১অবাধ্যদের ক্ষেত্রে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কথা
এভাবেই সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে তারা কখনো ঈমান
আনবে না।

দেখুন : ক. ১৬৪৮৭; ২৮৪৬৪; খ. ৪৬৪৬; গ. ৮৬৪১০; ঘ. ২৭৪৬৫; ৩৪৪২৫; ৩৫৪৪; ঙ. ৩৪২৮; ৬৪৯৬; চ. ১০৪৪; ছ. ১০৪৯৭; ৪০৪৭।

১২৫৭। এ জগতের বস্তু-নিয়ের অন্তর্নিহিত প্রকৃত সত্যের উপলক্ষ্মি সম্পূর্ণভাবে মানবকে দেয়া হয়নি। একমাত্র পরকালেই সকল বস্তু
থেকে সম্পূর্ণরূপে আবরণ তুলে নেয়া হবে এবং তাদের প্রকৃত রূপ তখন প্রকাশিত হবে।

১২৫৮। এ আয়াতে অতি সুন্দর জ্ঞানপূর্ণ নিয়মের বিন্যাস বিদ্যমান। এটা জীবনকে খাদ্য পুষ্টি দ্বারা বাঁচিয়ে রাখার উল্লেখ দিয়ে শুরু
হয়েছে। এরপর দৃষ্টি ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের কথা বলা হয়েছে। জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও কর্ম-প্রেরণার প্রতি নির্দেশ করে জীবন-মৃত্যুর অমোঘ নিয়মের
কথা বর্ণিত হয়েছে, যা স্বাভাবিকভাবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভ করার পরে কার্যকর হয়ে থাকে। সবশেষে বলা হয়েছে বিষয়সমূহের নিয়ন্ত্রণ
ও পরিচালনা সম্পর্কে, যখন থেকে ব্যক্তি নিজের কর্মশক্তি (তদবীর) কাজে লাগাতে আরম্ভ করে, অর্থাৎ তার কাজকর্ম সুশৃঙ্খল এবং
নিয়মানুগ পদ্ধতিতে পরিচালনা করতে থাকে এবং বিভিন্ন কর্মের মাঝে যথাযথ সমন্বয় সাধন করে। সংক্ষেপে এ চারটি উপায় বা
উপরকরণই প্রাকৃতিক পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, যা মানব জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক।

شُرَّكَأُوْ كُمْ هـ فَزَيْلَنَا بَيْتَنُمْ وَ قَالَ
شُرَّكَأُوْ هُمْ مَا كُنْتُمْ إِنَّا نَعْبُدُونَ^{১১}

فَكَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْتَنَا وَ بَيْتَنُكُمْ لَا
كُنَّا عَنِ عِبَادَتِكُمْ لَغَفِيلِينَ^{১২}

هُنَّا لِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفِسٍ مَا آشَفَتْ
وَ دُدُّوْ رَأَىٰ اللّٰهَ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَ ضَلَّ
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ^{১৩}

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ أَلَّا يَرِضِ
آمَنَ يَمْلِكُ السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مَنْ يُخْرِجُ
الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ
الْحَيَّ وَ مَنْ يُدْتِرُ الْأَمْرَ فَسِيقُولُونَ
اللّٰهُ هـ فَقُلْ أَفَلَا تَتَفَقَّونَ^{১৪}

فَذِلِّكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ هـ فَمَاذَا بَعْدَ
الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَلُ هـ فَإِنِّي تُصَرِّفُونَ^{১৫}

كَذِلِّكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَىٰ
الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ^{১৬}

- ★ ৩৫। তুমি বল, 'তোমাদের শরীকদের মাঝে কি এমন কেউ আছে, যে সৃষ্টির সূচনা করে আবার এর পুনরাবৃত্তি করে? তুমি বল, '(একমাত্র) আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করেন এবং এর পুনরাবৃত্তি করেন'^{১২৫০}। তাহলে তোমাদেরকে কোন্ (বিপথে) ফিরানো হচ্ছে?

৩৬। তুমি বল, 'তোমাদের শরীকদের মাঝে কি এমন কেউ আছে, যে সত্যের দিকে পথনির্দেশ করে?' তুমি বল, '(কেবল) আল্লাহই সত্যের দিকে পথনির্দেশ করেন। অতএব যিনি সত্যের দিকে পথনির্দেশ করেন তিনি বেশি অনুসরণযোগ্য, নাকি সে (বেশি অনুসরণযোগ্য) যাকে পথনির্দেশনা না দিলে সে পথ খুঁজে পায় না? অতএব তোমাদের হয়েছে কী? তোমরা কেমন বিচার কর'?

- ★ ৩৭। [ঁ]আর তাদের অধিকাংশ কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে। (অথচ) অনুমান কখনোই সত্যের বিকল্প হতে পারে না^{১২৬০}। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত।

৩৮। আর এ কুরআন এমন নয়, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বানিয়ে নিতে পারে। বরং [ঁ]এ (তো) এর পূর্ববর্তী (ঐশীবাণীর) সত্যায়ন করে এবং (আল্লাহর) বিধানের^{১২৬১} বিস্তারিত বিবরণ (দেয়)। এ (কুরআন) যে বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ) এতে কোন সন্দেহ নেই।

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِينُهُ، قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَبْدُوا
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِينُهُ فَإِنِّي تُؤْفِكُونَ ⑦

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى
الْحَقِّ، قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، أَفَمَنْ
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا
يَهْدِي إِلَّا أَنَّ يُهْدَى، فَمَا لِكُمْ شَكِيرَفَ
تَحْكُمُونَ ⑧

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَنْأِي إِلَيْهِ
لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِلَيْهِ اللَّهُ عَلِيهِ
بِمَا يَفْعَلُونَ ⑨

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ
دُوْنِ اللَّهِ وَلِكِنْ تَضْرِيقَ الَّذِي بَيْنَ
يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ
مِنْ رَبِّ الْعَلَمِينَ ⑩

দেখুন : ক. ১০৪৫; খ. ৬৪১১৭; ১০৪৬৭; ৫৩৪২৯; গ. ১২৪১১২; ১৬৪৯০।

১২৫৯। স্রষ্টার প্রকৃত প্রমাণ হলো তাঁর পূর্ব-সৃষ্টিকে পুনরায় অবিকলনপে সৃষ্টি করার শক্তি। নচেৎ এ দাবী অর্থাৎ সৃষ্টির দাবী সম্পূর্ণ ভূয়া প্রমাণিত হবে অথবা এতে মারাত্মক আপত্তি থেকে যাবে। অন্যথায় এরপ দাবী মিথ্যাবাদী বা ভঙ্গও করতে পারে। ঐশী সত্যতার এ প্রমাণ উপস্থাপন করে এ আয়াত প্রতিমা পূজারীদের প্রতি জিজ্ঞাসা রেখেছেন, তাদের তথাকথিত দেবদেবীগুলোর মাঝে কে এরপ সৃষ্টি-পদ্ধতির এবং পুনঃসৃষ্টির হোতা, যে পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে অবিরাম কাজ করে আসছে?

১২৬০। যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে তাদের বিশ্বাস ও মতবাদ উন্নিট অনুমান নির্ভর এবং কল্পনাপ্রসূত। কারণ তাদের তথাকথিত দেব-দেবী কখনো তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেনি।

১২৬১। এ আয়াত পাঁচটি অত্যন্ত অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেছে যে পবিত্র কুরআন আল্লাহ তাআলার বাণী : (ক) এর বিষয়বস্তু এমন যার জ্ঞান মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে এবং যা একমাত্র আল্লাহই প্রকাশ করতে পারেন, (খ) পূর্ববর্তী নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের পূর্ণতা এ প্রমাণ বহন করে যে এর উৎস আল্লাহ তাআলা, (গ) পূর্ববর্তী কিতাবের শিক্ষাকে কুরআন এরপ স্পষ্ট ও বিশদভাবে ব্যাখ্যা বা বোধগম্য করেছে, যা অন্য কোন কিতাবই করেনি, (ঘ) কুরআন ঐশী গ্রন্থ হওয়ার প্রয়োজনীয় যুক্তিপ্রমাণ এর মাঝেই সন্নিবিষ্ট এবং বাইরের কোন ব্যক্তির বা কিতাবের সাহায্য বা সমর্থন এর সত্যতা নিরপেক্ষের জন্য অনাবশ্যক, (ঙ) পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের মোকাবেলায় এ পবিত্র কিতাব সকল অবস্থায় সকল মানুষের নৈতিক চাহিদা ও প্রয়োজন সন্তোষজনকভাবে পূরণ করে।

৩৯। তারা কি একথা বলে, 'সে এটি বানিয়ে নিয়েছে?' তুমি বল, 'তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে এর মত একটি সূরা (বানিয়ে) আন^{১২৬২} এবং আল্লাহ ছাড়া যাদের পার (এ কাজে সাহায্য করতে) ডেকে নাও।'

৪০। আসলে যে বিষয়ের জ্ঞান তারা আয়ত করতে পারেন এবং যার তাৎপর্য তাদের কাছে এখনো প্রকাশিত হয়নি 'তারা তা প্রত্যাখ্যান করছে। পূর্ববর্তীরাও একইভাবে (সত্য) প্রত্যাখ্যান করেছিল। অতএব চেয়ে দেখ, যালেমদের কী পরিণতি হয়েছিল!

★ ৪১। আর তাদের^১ একাংশ এতে ঈমান আনে এবং তাদের^১ আরেকাংশ এতে ঈমান আনে না। আর তোমার প্রভু^২ প্রতিপালক নেরাজ্য সৃষ্টিকারীদের সবচেয়ে বেশি চিনেন।

★ ৪২। আর তারা তোমাকে মিথ্যবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলে তুমি বলে দাও, 'আমার কর্মের জন্য আমি (দায়ী) এবং তোমাদের কর্মের জন্য তোমরা (দায়ী)।' 'আমি যা করি সে সম্বন্ধে তোমরা দায়মুক্ত এবং তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমিও দায়মুক্ত।'

৪৩। আর তাদের^৩ একদল তোমার দিকে কান পেতে রাখে। তবে তুমি কি (এরূপ)^৪ বধিরদেরকে শোনাতে পার, যারা বিবেকবুদ্ধি খাটায় না?

৪৪। আবার^৫ তাদের একদল তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তবে তুমি কি (এরূপ) অন্ধদেরকে সৎপথ দেখাতে পার, যারা দেখেন^{১২৬০}?

৪৫। নিশ্চয়^৬ আল্লাহ মানুষের ওপর মোটেও কোন অবিচার করেননা। বরং মানুষ নিজেরাই নিজেদের ওপর অবিচার করে।

দেখুন : ক. ২১২৪, ১১৪১৪, ১৭৪৮৯, ৫২১৩৪-৩৫; খ. ২৭৪৮৫; গ. ২৪২৫৪, ৪৪৫৬; ঘ. ২৪১৪০, ১০৯৪৭; ঙ. ৬৪২৬, ১৭৪৪৮; চ. ২৭৪৮১.; ছ. ৭৪১৯৯; জ. ৪৪৪১, ৯৪৭০, ১৮৪৫০, ৩০৪১০।

১২৬২। এ আয়াত কাফিরদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছে, কুরআন শরীফের মত পরমোৎকর্ষপূর্ণ কিতাব যদি মানুষের জালিয়াতি হতে পারে তাহলে এর মত একটি গ্রন্থ তারা নিজেরা প্রণয়ন করে না কেন? এ চ্যালেঞ্জ সর্বকালের জন্য অঙ্কুণ্ড হয়ে রয়েছে। দেখুন ৪৪ টীকা।

১২৬৩। অবিশ্বাসীদের অনুধাবন করার বোধশক্তি ও বুদ্ধি নেই। পূর্ববর্তী আয়াতে তাদেরকে 'বধির' তন্দুপরি 'বোধশূন্য' বলা হয়েছে এবং বর্তমান আয়াতে তাদেরকে 'অন্তদৃষ্টি' ছাড়াও মৌলিক মানসিক শক্তিতে নিঃস্ব বলা হয়েছে।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ دَقْلٌ فَأَثْوَ
بِسْوَرَةٍ مِّثْلِهِ وَآدُعْوَامِنِ اسْتَطَعْتُمْ
مِّنْ دُونِ الْلَّوْحِ انْكُثْمَ صِدْرِيْنَ^৫

بَلْ كَذَبُوا بِمَا لَمْ يُجِنْطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا
يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَبَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْفَظُ كَيْفَ كَانَ عَلَيْهِ
الظَّلِيمِينَ^৬

وَ مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَ مِنْهُمْ
مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَ رَبُّكَ أَعْلَمُ
بِالْمُفْسِدِينَ^৭

وَ إِنْ كَذَبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَّا
لَكُمْ عَمَلُكُمْ جَاءَتْمُ بِرِبِّئُونَ مِمَّا
أَعْمَلُ وَ أَنَا بِرِّيْ^৮ مِمَّا تَعْمَلُونَ^৮

وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَعِمُونَ إِلَيْكَ إِنَّكَ
تُسْمِعُ الصُّمَّ وَ لَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ^৯

وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ إِنَّكَ
تَهْدِي الْعُمَّى وَ لَوْ كَانُوا لَا يُبَصِّرُونَ^{১০}

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَ لَكِنَّ
النَّاسَ أَنفَسُهُمْ بَيْظَلِمُونَ^{১১}

- ★ ৪৬। আর যেদিন তিনি তাদের জড়ে করবেন (সেদিন তাদের মনে হবে) তারা ^၅যেন কেবল দিনের এক মুহূর্ত^{၁২৬৪} (এ জগতে) ছিল। তারা একজন আরেক জনের পরিচয় লাভ করবে। যারা আল্লাহর (সাথে) সাক্ষাতের (বিষয়টি) অঙ্গীকার করেছে নিশ্চয় তারা ^၆ক্ষতিহস্ত এবং তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে না।
- ★ ৪৭। আর আমরা তাদেরকে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি এর কিছুটা ^၇আমরা তোমাকে প্রত্যক্ষ করালে অথবা আমরা (এর পূর্বে) তোমাকে মৃত্যু দিলে আমাদের দিকেই তাদের ফিরে আসতে হবে। তারা যা^{၁২৬৫} করছে তখন আল্লাহই এর সাক্ষী হবেন।*

৪৮। আর ^၈প্রত্যেক উম্মতের জন্য রয়েছে কোন না কোন রসূল^{၁২৬৬}। অতএব তাদের রসূল যখন তাদের কাছে এসে যায় তখন তাদের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে মীমাংসা করে দেয়া হয়। আর তাদের ওপর মোটেও অবিচার করা হয় না।

৪৯। আর ^၉তারা বলে, ‘তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে (বল), ‘এ প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?’

৫০। তুমি বলে দাও, ‘আমি ^၁আমার নিজের তালমন্দের মালিক নই। তবে আল্লাহ যা চাইবেন (তা-ই আমার হবে)^{၁২৬৭}। ^၂প্রত্যেক উম্মতের জন্য রয়েছে এক নির্ধারিত মেয়াদ। তাদের নির্ধারিত মেয়াদ যখন এসে যায় তখন তারা (এ থেকে) এক মুহূর্ত পিছিয়েও থাকতে পারবে না এবং এক মুহূর্ত এগিয়েও যেতে পারবে না।

দেখুন : ক. ৩০৪৫৬, ৪৬৩৩৬; খ. ৬৪৩২, ৩০৪৯, ৩২৪১১; গ. ১৩৪৪১, ৪০৪৭৮; ঘ. ১৬৪৩৭, ৩৫৪২৫; ঙ. ২১৪৩৯, ২৭৪৭২, ৩৪৪৩০, ৩৬৪৪৯; চ. ৭৪১৮৯; ছ. ৭৪৩৫, ১৬৪৬২, ৩৫৪৪৬।

১২৬৪। কুরআন করীমে কফিরদের সম্বন্ধে ইহজগতে দিনের এক ঘন্টাকাল বা কিছুসময় অবস্থান করার কথা একাধিক বার বলা হয়েছে। এসব আয়াতে ইহলোকে তাদের অবস্থানের প্রকৃত কাল বুঝায় না, বরং পার্থিব বিষয়াদিতে সম্পূর্ণরূপে ডুবে থাকতে এবং নিরীক্ষ অভীষ্ঠ লক্ষ্যে আত্মনিমগ্ন হয়ে যাওয়াতে নিন্দা জাপন নিহিত রয়েছে। যেহেতু তারা নির্থক প্রলোভনে জীবন বিনষ্ট করেছিল সেহেতু তারা এ পৃথিবীতে মাত্র একদিনই বাস করেছিল বলে বলা যেতে পারে, যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা ইহজগতে হয়তো বহু বছর যাবৎ অবস্থান করেছিল।

১২৬৫। এ আয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়মনীতি পেশ করেছে-যেমন, আসন্ন আয়াব সম্বন্ধে ভীতিপ্রদর্শন এবং সর্তকবাণী সহলিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ রাদ হতে পারে। কিন্তু সাধারণ প্রতিশ্রুতি, যা বিশেষ কোন নবীর সাথে সম্পৃক্ত নয়, সব নবীর জন্য প্রযোজ্য বিশ্বজনীন নীতির অঙ্গীভূত তা কখনো রাদ হয় না। এ আয়াতের আরো অন্তর্নিহিত মর্ম হচ্ছে, এটা অনিবার্য নয় যে সকল ভবিষ্যদ্বাণীরই পূর্ণতার একটি সময়-সীমা নির্ধারিত থাকতে হবে।

★ [এ আয়াত থেকে এটাও প্রতীয়মান হয়, নবীর জীবন্দশায় তাঁর সব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া আবশ্যিক নয়। অবশ্য কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর জীবন্দশাতেই পূর্ণ হয়ে থাকে। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সল্লামের প্রতি যে কুরআন করীম অবতীর্ণ হয়েছে এতে কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত্ব অসংখ্য এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ রয়েছে যা মহানবী (সা:) এর মৃত্যুর পর পূর্ণ হতে শুরু করেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত পূর্ণ হতে থাকবে। (হযরত খলীফাতুল মসাইহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]।

১২৬৬ ও ১২৬৭ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ كَانَ لَهُمْ يَلْبَثُوا
لَا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ
بَيْنَهُمْ، قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِلِقَاءَ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ^(৩)

وَرَأَمَا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْدُهُمْ
أَوْ تَرَوْنَيْنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ
اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ^(৪)

وَلَكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ
قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقُسْطِ وَهُمْ
يُظْلَمُونَ^(৫)

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ^(৬)

فُلَّا لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي صَرًا وَلَا نَفْعًا لَّا
مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ مِإِذَا جَاءَ
أَجَلُهُمْ فَلَا يَشْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَ
يَسْتَقْحِمُونَ^(৭)

★ ৫১। তুমি বল, *তাঁর আয়াব রাতে অথবা দিনে তোমাদের ওপর এসে পড়লে অপরাধীরা এ থেকে দ্রুত পালাতে চাইলেও কী করে পালাবে^{১২৬৮}?

৫২। তবে এটা ঘটে গেলে কি তোমরা এতে ঈমান আনবে? *এখন কি (পালাবার কোন পথ আছে)? অথচ (এর পূর্বে) তোমরা এটা দ্রুত নিয়ে আসার দাবী জানাতে।

৫৩। ^গতখন যালেমদের বলা হবে, 'তোমরা (এখন) দীর্ঘস্থায়ী আয়াব^{১২৬৯} ভোগ কর। তোমাদেরকে কেবল তোমাদের কর্মেরই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে।'

৫৪। আর তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, 'এ (আয়াব) কি সত্য?' ^ঝতুমি বল, 'হঁ আমার প্রভু-প্রতিপালকের কসম! এটা ^{৯৩} অবশ্যই সত্য। আর তোমরা (এ আয়াব ঘটানোর ক্ষেত্রে ^{১০} আল্লাহকে) ব্যর্থ করতে পারবে না'^{১২৬৯-ক}।

৫৫। আর প্রত্যেক একাগ্র ব্যক্তি যে যুলুম করেছে, পৃথিবীতে যা-ই আছে সবই ^ঝযদি তার হতো তবে সে তা মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিত। আর তারা যখন আয়াব দেখতে পাবে ^ঝতারা তখন তাদের অনুত্তাপ গোপন করবে^{১২৭০}। আর তাদের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে মীমাংসা করে দেয়া হবে এবং তাদের ওপর কোন অবিচার করা হবে না।

★ ৫৬। শুন! নিশ্চয় ^ঝআকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা-ই আছে সব আল্লাহরই। শুন, নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রূতি সত্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

দেখুন : ক. ৬৪৪৮, ৭৪৪৮-৯৯; খ. ১০৪৯২; গ. ৩৪৪৪৩; ঘ. ১১৪১৮; ঙ. ৩৯৪৪৮; চ. ৩৪৪২৪; ছ. ২৪২৮৫, ১০৪৬৭, ৩১৪২৭।

১২৬৬। মনে হয় এ আয়াত শরীয়ত প্রবর্তনকারী নবী সহস্রে নির্দেশ করছে। কারণ সকল ধর্মীয়-বিধান শরীয়তবাহী নবীগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

১২৬৭। তফসীরাধীন আয়াত (পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত) শাস্তি সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের দাবীর উত্তর সন্নিবেশ করেছে। হ্যরত নবী করীম (সা:) অবিশ্বাসীদেরকে জিজ্ঞেস করতে আদিষ্ট হয়েছেন যে কিরূপে তিনি তাদের শাস্তির দাবী পূরণ করতে পারেন, যখন তিনি নিজেই নিজের মঙ্গল করতে বা নিজের অমঙ্গল দূর করতে সক্ষম নন?

১২৬৮। এ আয়াতে কাফিরদেরকে তিরক্কার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, প্রতিশ্রূত আয়াবের সময় ও প্রকার সম্পর্কে ব্যর্থ বিতর্কের প্রশ্ন না দিয়ে তাদের জীবনে নেতৃত্ব চারিত্রে শুভ পরিবর্তনের মাধ্যমে এ আয়াব হতে বাঁচার চেষ্টা করা উচিত।

১২৬৯। 'আয়াবাল খুল্দ' অর্থ-যে আয়াব বা শাস্তি কাফিরদিগের সাথেই রয়েছে এবং তা সীমাহীন শাস্তি নয় যা কোন অবস্থায় দূর হতে পারে না।

১২৬৯-ক। তোমরা কখনো এ থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবে না।

১২৭০ টাকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَيْكُمْ عَذَابًا بِإِيمَانٍ
أَوْ نَهَارًا مَّا ذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ
الْمُجْرِمُونَ^{১০}

أَثْمَرَادًا مَآدَقَعَ أَمْنَتْهُ بِهِ دَائِنَ دَ
قَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ^{১০}

شَمَّ قَبِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دُوْقُوا
عَذَابَ الْخَلْدِ هَلْ تُجَزُّونَ إِلَّا بِمَا
كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ^{১০}

وَيَسْتَئْتِمُونَكَ أَحَقُّ هُوَ فُلْ إِي
وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقْطَ وَمَا آتَتُمْ
بِمُعْجِزَيْنَ^{১০}

وَلَوْاَنَ رِبُّكُلْ نَفِيسْ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ
لَا فَتَدَثَّ بِهِ دَوَّاسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا
رَأُوا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ^{১০}

أَلَّا رَأَنَ يَشُوْمَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
أَلَّا رَأَنَ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّ وَلِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ^{১০}

৫৭। *তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যও দেন। আর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

৫৮। হে মানব জাতি! নিশ্চয় তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে এক উপদেশবাণী,^{১২৭১} অস্তরের (ব্যাধির) প্রতিকার, *মুমিনদের জন্য পথনির্দেশনা ও কৃপা।

৫৯। তুমি বল, '(এসব) কেবল আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর কৃপার কারণেই (হয়েছে)। সুতরাং এজন্য তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত।' তারা যা জমা করছে এর চেয়ে এ (নেয়ামত অনেক বেশি) উন্নত।'

৬০। তুমি বল, 'তোমরা কি তেবে দেখনি, আল্লাহ তোমাদের জন্যে যে রিয়্ক অবতীর্ণ করেছেন তা থেকে *তোমরা নিজেরাই হারাম ও হালাল বানিয়ে নিয়েছে^{১২৭২}? তুমি বল, 'আল্লাহ কি তোমাদেরকে (এর) অনুমতি দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলছ?'

৬১। আর যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলে কিয়ামত দিবস (সম্পর্কে) তাদের চিন্তাভাবনা কী? *নিশ্চয় আল্লাহ^৬ মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহপরায়ণ। কিন্তু তাদের অধিকাংশই^৭ ১১ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না।

★ ৬২। আর তুমি যে কোন কাজে ব্যস্ত থাক না কেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে (সমাগত) কুরআনের যে কোন অংশ আবৃত্তি কর না কেন এবং *তোমরা যে কাজই কর না কেন আমরা অবশ্যই তোমাদের (এসব কাজে) নিমগ্ন থাকা অবস্থায় তোমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করে থাকি। আর *তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দৃষ্টি থেকে পৃথিবীতে ও আকাশে অণু পরিমাণ বা এর চেয়ে ছোট^{১২৭৩} বা এর চেয়ে বড় কিছুই গোপন নেই। সবই এক সুস্পষ্ট কিতাবে (সংরক্ষিত) আছে।

দেখুন : ক. ৩৪১৫৭, ৭৪১৫৯, ৪৪৫৯, ৬৭৫৩; খ. ১২৪১১২, ২৭৫৩;; গ. ৪৩৪৩; ঘ. ৫৪১০৪; ঙ. ২৭৪৭৪, ৪০৪৬২; চ. ৫৭৪৫, ৫৮৪৮; ছ. ৩৪৪৪।

১২৭০। 'আসারুর' শব্দের অর্থ এও হয়, যেমন, তারা স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করবে বা তীব্র অনুতাপ প্রকাশ করবে। এটি একটি বিপরীত অর্থবোধক শব্দ।

১২৭১। পবিত্র কুরআন হচ্ছে 'মাওয়েয়াতুন' অর্থাৎ ধর্মসংক্রান্ত উপদেশ বা পরামর্শ-কারণঃ (ক) এতে এ শিক্ষা নিহিত রয়েছে যা সৎ উদ্দেশ্য প্রযোদিত ও সদিচ্ছা থেকে উৎসারিত, (খ) এর শিক্ষা মানব হৃদয়কে প্রভাবাব্দিত এবং মর্ম স্পর্শ করার জন্য বিচক্ষণ ও গভীর বিবেচনাপ্রসূত এবং (গ) এটা সেইসব-নিয়মনীতি এবং আচরণবিধিসমূহ চমৎকারভাবে সুবিন্যস্ত করেছে, যা মানবকে নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে এবং জীবনের সফলতায় পৌছে দিতে সক্ষম।

১২৭২ ও ১২৭৩ টাকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

هُوَيْحِيٌ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ^⑥

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ^⑦

قُلْ يَفْضِلُ اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ فَيَذْلِكَ فَلَيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ^⑧

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا آتَيْتَ اللَّهُ رَحْمَمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَماً مَا وَلَأَ حَلَلاً، قُلْ أَلَّا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفَرَّدُونَ^⑨

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذَبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ^⑩

وَمَا تَكُونُ فِي شَانِ وَمَا تَتَلَوَّ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ لَا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِي يَوْمَ مَا يَعْزِبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِنْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينِ^⑪

৬৩। ক'শুন! নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুচিত্তাগ্রস্তও হবে না^{১২৫}।

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا يَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَ
لَا هُمْ يَخْزُنُونَ ﴿١٢﴾

★ ৬৪ | যারা ঈমান এনেছিল এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছিল,

۴۰ آلَّذِينَ أَمْنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

୬୫ । ଖାଦେର ଜନ୍ୟ ସୁସଂବାଦ ରଯେଛେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନେଓ ଏବଂ
ପରକାଳେଓ । ଆଲ୍ଲାହର କଥାଯ କୋଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ । ଏ-ଇ ପରମ
ସଫଳତା ।

لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
فِي الْآخِرَةِ كَمَا تَبَدِيلَ لِكَلِمَاتِ
اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ^{٦٣}

★ ৬৬। আর ^গতাদের কথা যেন তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে^{১২৭৫}। নিশ্চয় সব সম্মান-প্রতিপক্ষি আল্লাহরই হাতে। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠতা (ও) সর্বজ্ঞ।

وَلَا يَخْرُثُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْحَزَّةَ
يَلِلَّوْ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٦٦

★ ৬৭। শুন! ^৩আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যা-ই আছে (সব) আল্লাহরই। আর যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শরীকদের ডাকে তারা (প্রকৃতপক্ষে) এদের অনুসরণ করে না। তারা কেবল ^৫ধ্যান ধারণার অনুসরণ করে এবং কেবল অনুমানের ওপরই চলে।

أَلَا إِنَّ يَثْوِمَنِ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنِ فِي
الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَذْهَبُونَ مِنْ
دُولَتِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا
الظُّنُنَ وَإِنَّ هُمْ لَا يَخْرُصُونَ ٤٦

★ ৬৮। তিনিই তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন যেন
তোমরা এতে বিশ্রাম নিতে পার এবং দিনকে করেছেন
আলোকময়।^{১২৭৩} নিশ্চয় এ (ব্যবস্থাপনায়) সেইসব লোকের
জন্য নির্দশন রয়েছে যারা (মনোযোগ দিয়ে কথা) শুনে।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَدَ لِتَشْكُنُوا
فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَا يَبْيَتٌ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٨﴾

দেখুন : ক. ২৫৬৩; খ. ৪১৫১; গ. ৩৬৮৭; ঘ. ১০৫৫৬; ঙ. ১০৫৩৭; চ. ২৭৫১৩. ২৭৫৮৭. ২৮৫৭৪. ৩০৫৫৪।

১২৭২। পানাহার মানবের প্রাথমিক প্রয়োজন এবং যে কোন ধর্মের সর্বপ্রথম কর্তব্য এ বিষয়ে মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করা। বিচারবুদ্ধি বলে যে চিকিৎসাশাস্ত্রগত, নৈতিক বা ধর্মীয় সঙ্গত কারণ থাকা উচিত যে জন্য কিছু বস্তুকে বৈধ এবং অন্যান্য কিছুকে অবৈধ বলা যেতে পারে। এ ব্যাপারে ইসলাম প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে।

১২৭৩। কিছু কিছু বস্তু ক্ষুদ্রাকৃতির দরূণ লুকায়িত থাকে আবার অন্য কতগুলোর বিশালতার দরূণ সেগুলোর অংশ বিশেষ দৃষ্টিগোচর হয় না। আল্লাহ তাআলার দৃষ্টি এইই প্রথর এবং তীক্ষ্ণ যে কোন জিনিষ যতই সুস্ম হোক না কেন তা তাঁর দৃষ্টির অগোচর থাকতে পারে না এবং তা যত ব্যাপক, যত বহুৎ বস্তুই হোক না কেন এর কোন অংশই তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না।

୧୨୭୪ | 'ଭୀତି' ମାନୁମେର ଭବିଷ୍ୟତ କର୍ମର ସଙ୍ଗେ ଏବଂ 'ଦୃଶ୍ୟତାଧର୍ମ' ଅତୀତ କର୍ମର ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ୍ୟକୁ |

୧୨୭୫ । ୬୩୯ ଆୟାତେ ବଲା ହେଯେଛିଲ, ଆଲ୍ଲାହର ବନ୍ଧୁଗଣ (ଆଓଲିୟା) କଥିମୋ ଦୁଷ୍ଟିଗାନ୍ତ ହେ ନା ବା ହୟ ନା, କିନ୍ତୁ ଆଁ ହସରତ (ସାଃ)କେ ଶୋକ କରତେ ବା ଦୁଷ୍ଟିଗାନ୍ତ ହତେ ବାରଣ କରା ହେଯେଛେ । ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ନରୀ କରୀମ (ସାଃ) ଏର ଦୁଷ୍ଟିତା ତାଁର ନିଜେର ଜନ୍ୟ ଛିଲ ନା, ବରଂ ଅନ୍ୟଦେର ଜନ୍ୟ ଛିଲ । ତିନି ମାନବଜାତିର ଜନ୍ୟ କ୍ରମନ କରନେତନ ଏବଂ ଶୋକଭିତ୍ତ ହତେନ । ୧୬୬୪ ଟିକା ଦୁଷ୍ଟବ୍ୟ ।

৬৯। *তারা বলে, 'আল্লাহ এক পুত্র সত্তান গ্রহণ করেছেন'। তিনি পবিত্র। তিনি স্বয়ংস্মৃর্ণ। আকাশসমুহে ও পৃথিবীতে যা-ই আছে (সব) তাঁরই। তোমাদের কাছে এ (দাবীর পক্ষে) কোন প্রমাণ নেই। তোমরা কি আল্লাহর সম্পর্কে এমন কথা বলছ যা তোমরা জান না^{১২৭৭}?

৭০। তুমি বল, 'নিশ্চয় *যারা আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা বানিয়ে বলে তারা সফল হয় না।'

- ★ ৭১। *দুনিয়ায় (তাদের জন্য) সাময়িক কিছু সুখস্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে। এরপর আমাদেরই কাছে তাদের ফিরে আসতে হবে।
[১০] ৭ তখন আমরা তাদের কঠোর আয়াব ভোগ করাবো। কেননা
১২ তারা অঙ্গীকার করতো।

৭২। আর তুমি তাদের কাছে নুহের বৃত্তান্ত পড়ে শুনও^{১২৭৮}। সে যখন তার জাতিকে বলেছিল, 'হে আমার জাতি! *আমার মর্যাদা ও আল্লাহর নির্দশনাবলীর মাধ্যমে আমার উপদেশ দেয়া যদি তোমাদের মনঃকষ্টের কারণ হয়ে থাকে তাহলে (জেনে রেখো) আল্লাহর ওপরই আমি ভরসা করি। অতএব তোমরা তোমাদের শরীকদেরসহ তোমাদের শক্তিসামর্থ্যের সমাবেশ ঘটাও এবং তোমাদের শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে তোমাদের যেন কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে। এরপর তোমরা তা আমার বিবরণে প্রয়োগ কর এবং আমাকে কোন অবকাশ দিও না।

দেখুন : ক. ২৪১১৭, ৪৪১৭২, ৯৪৩১, ১৭৪১১২, ১৮৪৫-৬; খ. ৪৪৫১, ১৬৪১১৭; গ. ৩৪১৫, ১৯৮, ৯৪৩৮, ১৬৪১১৮, ২৮৪৬১, ৪০৪৪০ ঘ. ৭১৪৮।

১২৭৬। রাত্রি যেমন কঠিন পরিশ্রমে মানুষের শ্রান্ত ও অবসন্ন দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুনঃ সজীব করবার সময় দিয়ে থাকে এবং আগামী দিনের জন্য তাকে কর্মক্ষম করে তোলে, সেইরূপে জাতিসমূহের জীবনেও নিষ্ঠিয় ও নিরবন্দ্যম অবস্থার বিরতি তাদের অবকাশ বা বিশ্রাম এবং সক্ষমতা দানের কাজ করে থাকে এবং তাদের মধ্যে নৃতন জীবনীশক্তি এবং নৃতন উদ্যম-প্রেরণা ঢেলে দিয়ে প্রাণবন্ত করে এবং ভবিষ্যতের কাজের জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

১২৭৭। (ক) আল্লাহ তাআলা ধর্ম এবং মৃত্যু থেকে মুক্ত এবং সেজন্যই তাঁর কাজ চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পুত্র গ্রহণের প্রয়োজন নেই, (খ) তিনি স্বয়ংস্মৃর্ণ হওয়ায় বিশ্বের বিষয়াদি পরিচালনায় তাঁকে সাহায্য-সহায়তা করার জন্য কোন পুত্রের প্রয়োজন নেই, (গ) আল্লাহর পুত্র গ্রহণ সম্পর্কিত মতবাদ দৃঢ় ও নির্ভুল ভিত্তির উপর রচিত নয়, বরং তা অসঙ্গত ও কল্পনাপ্রসূত দার্শনিক অনুমানের ভিত্তিতে রচিত। এটাই এই আয়াতের তাৎপর্য।

১২৭৮। পরবর্তী আয়াতসমূহে হ্যরত নূহ, মূসা এবং ইউনুস (আলায়হিমুস সালাম)-এই তিনি নবীর সম্পর্কে বর্ণনাগুলো মনযোগের সঙ্গে পুঁজোনুপুঁজি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে তাঁদের জীবনে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি মক্কাতে হ্যরত নূহ (আঃ), মদীনায় হ্যরত মূসা (আঃ) এবং বিজয়ীবেশে মক্কায় হ্যরত ইউনুস (আঃ) এর ভূমিকা পালন করেছেন। এটা পূর্ণরূপে প্রতিপন্থ হয় যে কুরআন শরীফে উকুত নবীগণ সম্পর্কিত বৃত্তান্ত শুধু কিস্সা কাহিনী নয়, বরং এগুলো নবী করীম (সাঃ) এর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী সম্বন্ধে ভবিষ্যত্বান্বীনীরূপে বর্ণিত হয়েছে যা তাঁর জীবনে সংঘটিত হওয়ার ছিল।

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَةً، هُوَ
الغَنِيُّ مَلَكُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي
اَهَارَضٍ، إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَنٍ
إِيمَانًا، اتَّقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ^(১)

قُلْ إِنَّ الظَّاهِرَيْنَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ
الْكَذَبَ لَا يُفْلِحُونَ^(২)

مَنَّأَعْ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ رَأَيْنَا مَرْجِعَهُمْ
ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا
كَانُوا يَكْفُرُونَ^(৩)

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ بَأْنُوْجَرَادَ قَالَ لِقَوْمِهِ
يَقُولُمْ لَانْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُمْ مَقَارِبٌ وَ
تَذَكِيرِيْ بِإِلَيْتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ
تَوَكِلْتُ فَاجْمِعُوْ أَمْرَكُمْ وَشَرَكَاءَكُمْ
ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّةً ثُمَّ
أَقْضُوا إِلَيْهِ وَلَا سُنْطَرُونَ^(৪)

★ ৭৩। কিন্তু তোমরা মুখ ফিরিয়ে রাখলে (স্বরণ রেখো) ^۴আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না^{۱۲۷۹}। আমার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহরই কাছে এবং আমাকে আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবার আদেশ দেয়া হয়েছে।'

★ ৭৪। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলো। ^۵আমরা তখন তাকে ও তার সঙ্গে যারা নৌকায় ছিল তাদের উদ্বার করলাম এবং আমরা তাদেরকে (দেশের) উত্তরাধিকারী করলাম। আর যারা আমাদের নির্দশনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছিল আমরা তাদের দুবিয়ে দিলাম। অতএব তুমি লক্ষ্য কর, যাদের সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণতি কী হয়েছিল!

৭৫। অতঃপর আমরা তার পরে আরো অনেক রসূল তাদের (নিজ নিজ) জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম। আর ^۶তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নির্দশনাবলী নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তারা এর পূর্বে যা প্রত্যাখ্যান করে বসেছিল, (সে কারণে) তারা ঈমান আনতে পারেনি। এভাবেই আমরা সীমালংঘনকারীদের হাদয়ে মোহর মেরে দিয়ে থাকি^{۱۲۸০}।

৭৬। ^۷তাদের পর আমরা পরবর্তীতে মুসা ও হারুনকে ফেরাউন ও তার প্রধানদের কাছে আমাদের নির্দশনাবলীসহ পাঠালাম। কিন্তু তারা অহংকার করলো। আর তারা ছিল এক অপরাধী জাতি।

৭৭। অতএব আমাদের পক্ষ থেকে ^۸যখন তাদের কাছে সত্য এল তখন তারা বললো, 'নিশ্চয় এ হলো এক সুস্পষ্ট যাদু'^{۱۲۸১}।

فَإِنْ تَوَلَّنَتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ
إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمْرُتُ أَنْ
أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ^(۷)

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي
الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَقَفَ وَأَغْرَقْنَا
الَّذِينَ كَذَّبُوا يَا يَتَّسِعَا فَانْظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ^(۸)

شُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ
فَجَاءُهُمْ بِهِمْ يَا لَبِثَتْ فَمَا كَانُوا
لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ وَمَنْ قَبْلَهُ
كَذَّلِكَ نَطَبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِلِينَ ^(۹)

شُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوسَى وَهُرُونَ
إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِئِهِ يَا لَتَّنَا فَاسْتَكْبِرُوا
وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ^(۱۰)

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَاتَلُوا
إِنَّ هَذَا السِّحْرُ مُبِينٌ ^(۱۱)

দেখুন : ক. ৬৪১১, ১১৪৩০; খ. ২৯৪১৬; গ. ৩০৪৪৮, ৪০৪২৪; ঘ. ২৭৪১০৮.; ঙ. ৪০৪২৬

১২৭৯। আল্লাহ তাআলার প্রেরিত নবীগণের বিরুদ্ধে সাধারণ আপত্তি হলো, তাঁরা স্বদেশবাসীর উপর নিজেদের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত বিরোধিতার ধর্জা তুলে ধরেন এবং প্রচলিত নিয়ম-প্রথার বিরুদ্ধে তাঁদের প্রভাব বিস্তার করেন এবং তাঁদের কর্তৃত্বের অধীনে এক নৃতন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চান। এ আয়াতে উক্ত ভিত্তিহীন অভিযোগ খড়ন করা হয়েছে। আল্লাহর নবীগণ কখনো নিজেদের স্বার্থ কামনা করেন না। বরং তাঁরা নির্যাতনের মাঝেও কষ্টদায়ক সেবার পথ বেছে নেন।

১২৮০। আল্লাহ তাআলা স্বেচ্ছাচারীরূপে অবিশ্বাসীদের অস্তর মোহরাবদ্ধ করেন না। কাফিররা নিজেরাই ঐশ্বীবাণী শ্রবণে অযোক্তিক ও একগুঁয়ে অধীক্ষিত দ্বারা সত্য উপলব্ধিতে এবং গ্রহণে নিজেদেরকে বঞ্চিত করে। তারা নিজেরাই তাদের দুর্ভাগ্যের বা মন্দ পরিণামের কারণ।

১২৮১ টাকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৭৮। মূসা বললো, ‘তোমাদের কাছে সত্য এসে যাওয়ার পর তোমরা কি (এ) সম্পর্কে এমন কথা বলছ? এ কি যাদু (হতে পারে)? অথচ ^ঝযাদুকররা কখনো সফল হয় না’।

৭৯। তারা বললো, ‘আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে আমরা যে (আদর্শের অনুসারী দেখতে) পেয়েছি, তুমি কি তা থেকে আমাদের বিচ্যুত করে দিতে এবং দেশে যাতে তোমাদের দুঃজনের প্রাধান্য (লাভ) হয় এ উদ্দেশ্যে আমাদের কাছে এসেছ? কিন্তু ^ঝআমরা তোমাদের প্রতি কখনো ঈমান আনবো না।’

৮০। ^ঝআর ফেরাউন বললো, ‘তোমরা প্রত্যেক দক্ষ যাদুকরকে আমার কাছে নিয়ে আস।’

৮১। এরপর যাদুকররা যখন উপস্থিত হলো মূসা তাদের বললো, ^ঝ‘তোমাদের যা নিক্ষেপ করার আছে তা নিক্ষেপ কর।’

৮২। আর তারা যখন নিক্ষেপ করলো তখন ^ঝমূসা বললো, ‘তোমরা যা উপস্থাপন করেছ তা কেবল এক ইন্দ্রজাল। আল্লাহ্ অবশ্যই একে ব্যর্থ করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বখন্দ সৃষ্টিকারীদের কাজকে সফল হতে দেন না।

^{৮৩} [১২] ৮৩। আর ^ঝআল্লাহ্ নিজ বাণীর^{১২৮১}-ক মাধ্যমে সত্যকে ১৩ প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন, অপরাধীরা তা যতই অপছন্দ করুক।

★ ৮৪। অতএব ফেরাউন ও তাদের (জাতির) প্রধানরা তাদের নির্যাতন করবে এ আশঙ্কা সত্ত্বেও মূসার প্রতি তার জাতির একটি প্রজন্ম ঈমান আনলো। আর ^ঝফেরাউন দেশে নিশ্চয় এক ওন্দত্য প্রদর্শনকারী ছিল। আর নিশ্চয় সে ছিল সীমালংঘনকারীদের একজন।

দেখুন : ক. ২০৪৭০; খ. ৭৪১৩৩; গ. ৭৪১১৩; ২৬৪৩৭, ৩৮; ঘ. ৭৪১৭৭; ২০৪৬৭; ২৬৪৪৪; ঙ. ৭৪১১৯; ২০৪৭০; চ. ৮৪৯; ছ. ২৮৪৫।

১২৮১। ‘সিহর’ এবং ‘মুবীন’ দুটি সহজ, সরল শব্দের মাঝে নিহিত রয়েছে সকল ষড়যন্ত্রের অংকুর যা আল্লাহ্ তাআলার নবীদের শক্ররা তাঁদেরকে ব্যর্থকাম বা পরাজিত এবং ভীতি-বিহ্বল করার জন্য নিয়োজিত করে থাকে। সত্যের দুশ্মনরা ধর্ম-মনোভাবাপন্ন লোকদেরকে বলে থাকে যে নৃতন শিক্ষা প্রকাশ্য যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়, এতো আমাদের ধর্মকে নষ্ট করে ফেলবে। প্রকৃত জাতীয়তাবাদী লোকেরা যারা দেশপ্রেমিক এবং নিজেদেরকে দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য অন্তরে দরদ রাখে বলে খেদমত করে থাকে, অথচ তাদেরকে এ নৃতন শিক্ষার বিরুদ্ধে সন্দিহান ও ভীত করে তোলা হয় এই অপপ্রচারের মাধ্যমে যে, নৃতন শিক্ষা গ্রহণ করলে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে বিচ্ছেদ ও বিভেদ সৃষ্টি হবে, ফলে জাতীয় স্বার্থ ও একতার উপর মরণ-আঘাত আসবে। ‘মুবীন’-এর এক অর্থ, যা বিচ্ছিন্ন করে বা অনেকে সৃষ্টি করে (লেইন)।

১২৮১-ক টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا
جَاءَكُمْ ۚ أَسْخَرُ هَذَا ۚ وَلَا يُفْلِحُ
السَّاجِرُونَ ^④

فَأُلْوَىٰ أَجْئَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا
عَلَيْهِ أَبَاهَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبِيرِيَاءُ
فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ^⑤

وَقَالَ فِرْعَوْنُ اسْتُوْنِي بِكُلِّ سِجِّرٍ
عَلَيْهِمْ ^⑥

فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ
آتُقُوا مَا آتَيْتُمْ مُلْقِفُونَ ^⑦

فَلَمَّا آتَقُوا قَالَ مُوسَىٰ مَا چَنْتُمْ بِهِ
السِّحْرُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَيِّبِطُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ^⑧

وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ ۚ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُجْرِمُونَ ^⑨

فَمَا أَمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ
قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ ۚ وَ
مَلَائِكَتِهِمْ أَنَّ يَقْتَلُنَّهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ
لَعَلِّيٌّ فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنَّهُ لَمَنْ
الْمُشَرِّفِينَ ^⑩

৮৫। আর মূসা বললো, ‘হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহতে ঈমান এনে থাকলে (এবং) তোমরা (প্রকৃতই) আত্মসমর্পণকারী^{১২৮} হয়ে থাকলে একমাত্র তাঁর ওপরই ভরসা কর।’

৮৬। তখন তারা বললো, ‘আমরা আল্লাহর ওপরই ভরসা রাখি। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অত্যাচারী জাতির জন্য পরীক্ষার কারণ করো না।

৮৭। এবং তুমি নিজ কৃপায় কাফিরদের (কবল) থেকে আমাদের উদ্ধার কর।’

★ ৮৮। আর আমরা মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি (এই বলে) ওহী করেছিলাম, ‘তোমরা তোমাদের জাতির জন্য শহরে^{১২৯} বাড়ীগুলি নির্মাণ কর, আর তোমাদের বাড়ীগুলোকে একই দিকে মুখ করে বানাও^{১২৮} এবং তোমরা নামায কায়েম কর ও মু’মিনদের সুসংবাদ দাও।’★

★ ৮৯। আর মূসা বললো, ‘হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি ফেরাউন ও তার প্রধানদের এ পার্থিব জীবনে সাজসজ্জা ও ধনসম্পদ দান করেছ। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! এটি কেবল (লোকদেরকে) তোমার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তাদের ধনসম্পদ নিশ্চিহ্ন কর^{১২৮}-ক এবং তাদের অন্তরেও আঘাত হান^{১২৮}-খ। কেননা ‘তারা যন্ত্রণাদায়ক আঘাত না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনবে না (বলে মনে হয়)।’

وَقَالَ مُوسَى يَقُولُ إِنَّكُمْ أَمْنَتُمْ
بِإِيمَانِكُمْ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا إِنْ كُنْتُمْ
مُّشْرِكِينَ^{১৩}

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا
فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ^{১৪}

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ^{১৫}

وَأَدْخِنَا إِلَيْ مُوسَى وَآخِيهِ أَنْ تَبَوَّا
لِقَوْمَكُمْ بِمُضِرٍّ بِيُؤْتَانِيْ وَاجْعَلْنَا
بِيُؤْتَكُمْ قَبْلَهُ وَاقْيِمُوا الصَّلَاةَ
وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِيْنَ^{১৬}

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ أَتَيْتَ فِرْعَوْنَ
وَمَلَاهَ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضْلِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ
رَبَّنَا اطْمِشْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى
قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا^{১৭}
الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

দেখুন ৪ ক. ১০৯৭, ৯৮।

১২৮১-ক। ন্যায়পরায়ণ বা সৎ উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য অন্যায় বা অসৎ উপায়ের সাহায্য ও সমর্থন প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ তাআলার নবীগণ ও তাঁদের অনুসারীগণ ‘পরিগামই উপায় উপকরণের যৌক্তিকতার মাপকাঠি’-এ নীতি বাক্যের উপর নির্ভরশীল নন। সত্য এর নিজের সহজাত শক্তি বলে বিস্তার লাভ করে এবং পরিগামে বিজয়ী হয়, মিথ্যার দ্বারা নয়।

১২৮২। ‘ঈমান’ দ্বারা মানসিক আত্মসমর্পণ এবং ‘ইসলাম’ শব্দ দ্বারা প্রকাশ্য আনুগত্য বুঝায়। মু’মিনের অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসের প্রতিফলন তার প্রকাশ্য আচরণে অবশ্যই থাকতে হবে।

১২৮৩। ইসরাইলীদেরকে শহরে বসতি স্থাপন করার আদেশ দানে এটা বুঝায় না যে তারা পূর্বে বিজন মরু প্রান্তরে বসবাস করতো। এ আয়াতে সুসভ্য এবং যৌথ-জীবন যাপনের সুবিধা ও প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়া হয়েছে মাত্র। দুর্বল সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্পদায়ের লোকদের বড় শহরে মিলিতভাবে বসবাস করার সাধারণ প্রবণতা রয়েছে।

১২৮৪। ‘বাড়ীগুলোকে একই দিকে মুখ করে বানাও’ উক্তির মর্ম : (১) ইসরাইলীদেরকে একত্রে একে অন্যের নিকটবর্তী অবস্থানে বাস করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যাতে প্রয়োজনের সময় তারা একে অন্যের সাহায্য করতে পারে। কারণ এ উদ্দেশ্য প্রবণ তখনই সম্ভব যখন মানুষ নিজেদের বাসগৃহ পাশাপাশি বা সামনা-সামনি নির্মাণ করে থাকে, (২) তাদের বাড়ীগুলোর একই রোখ হওয়া উচিত, যার রূপক অর্থ তাদের সকলের আদর্শ এবং লক্ষ্য এক হওয়া সমীচীন এবং (৩) তাদের সকলের বাসস্থান এক ধরনের হওয়া উচিত যাতে ধনী ও দরিদ্রের মাঝে অকৃত্রিম ভাতৃত্ববোধের সৃষ্টি হয়, যেন তারা একদলে একমোগে কাজ করে। কারণ প্রকৃত ভাতৃত্ব গড়ে উঠতে পারে না যদি সম্পদায়ের কিছু লোক প্রাসাদতুল্য মহলে বসবাস করে এবং অন্যেরা জরাজীর্ণ গৃহে বসবাস করে।

★চিহ্নিটি টাকাটি ৪২৬ পৃষ্ঠায় এবং ★ চিহ্নিটি ৮৯ আয়াতের ব্যাখ্যা ৪২৬ ও ৪২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য এবং ১২৮৪-ক ও ১২৮৪-খ টাকা দুটি ৪২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৯০। তিনি বললেন, 'তোমাদের উভয়ের দোয়া কবুল করা হলো। অতএব তোমরা অবিচল থেকো এবং যারা জানে না তাদের পথ কখনো অনুসরণ করো না।'

★ ৯১। আর ^৩আমরা বনী ইসরাইলকে সাগর পার করালাম। আর ^৪ফেরাউন ও তার বাহিনী মন্দ উদ্দেশ্যে ও শক্তাবশত তাদের পিছু ধাওয়া করলো। অবশেষে ডুবে যাওয়ার (বিপদ) তাকে যখন ধরে ফেলল তখন সে বললো, 'আমি ঈমান আনলাম যে তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই^{১২৪}, যাঁর প্রতি বনী ইসরাইল ঈমান এনেছে এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অস্ত্রভূক্ত (হলাম)।'

★ ৯২। ^৫এতক্ষণে! অথচ ইতোপূর্বে তুমি অবাধ্যতা করেছিলে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের একজন ছিলে।

৯৩। অতএব আজ আমরা তোমাকে তোমার দেহের মাধ্যমে
৯
১০] রক্ষা করবো, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য এক
নির্দশন হতে পার^{১২৫}। আর নিশ্চয় অধিকাংশ মানুষ আমাদের
নির্দশন সম্বন্ধে উদাসীন।*

৯৪। আর নিশ্চয় আমরা বনী ইসরাইলকে এক অতি উত্তম আবাসস্থল দিয়েছিলাম এবং ^৬তাদেরকে পবিত্র রিয়্ক দান করেছিলাম। আর তারা তাদের কাছে সঠিক জ্ঞান এসে যাওয়ার পরই কেবল মতভেদ করেছিল। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক ^৭কিয়ামত দিবসে তাদের মাঝে সেই বিষয়ে মীমাংসা করে দিবেন, যা নিয়ে তারা মতবিরোধ করতে।

৯৫। অতএব আমরা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তুমি এ সম্পর্কে সন্দেহে থাকলে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যারা তোমার পূর্বের (ঐশ্বী) কিতাব পাঠ করে আসছে। ^৮তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবশ্যই তোমার কাছে সত্য এসেছে। অতএব তুমি কখনো সন্দেহপোষণকারীদের একজন হয়ো না^{১২৬}।

দেখুন § ক. ৭৪১৩৯; ২০৪৭৮; খ. ২০৪৭৯; ২৬৪৬১; ৪৪৪২৫; গ. ১০৪৫২; ঘ. ৪৫৪১৭; ঙ. ৪৫৪১৮; চ. ২৪৪৪৮; ১০৪৯৫; ১১৪১৮।

★ [এ আয়াতে এমন একটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে যা আল্লাহ তাআলা অবহিত না করলে মহানবী (সা:) নিজে নিজে ধারণা ও করতে পারতেন না। বাইবেলেও এর বর্ণনা নেই। অতএব বাইবেল বিশারদদের কাছ থেকে বর্ণনা শুনেই তাঁর এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয়েছিল -এ অভিযোগ মিথ্যা। বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ববিদরা মিশরে মাটির তলায় অবস্থিত ইসরাইলীদের জনপদের ধ্রংসাবশেষ থেকে জানতে পেরেছেন যে তাদের ঘরবাড়ী একই দিকে মুখ করে বানানো ছিল। (হয়রত খলীফাতুল মসিহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দ্ধতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

★[এ আয়াতে ওয়াজালু বুয়াতাকুম ক্রিবলাতান শব্দগুলোর অর্থ হতে পারে: ক্রিবলামুখী করে অর্থাৎ কেন্দ্র/চিহ্ন বা স্থান যে দিকে লক্ষ্য করে ইবাদত আরঞ্জ করা হয়ে থাকে, অথবা পরম্পরের দিকে মুখ করে অথবা একই দিকে মুখ করে। প্রথম অর্থ গ্রহণ করা ঠিক নয়। কেননা হাইকলে সুলায়মানী নির্মাণের পূর্বে বনী ইসরাইলের জন্য নির্ধারিত কোন ক্রিবলা ছিল না।]

১২৪৫, ১২৪৬ ও ৯৩ আয়াতের ★ চিহ্নের টীকাটি এবং ১২৪৭ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

قَالَ قَدْ أُجِبَّ بِثَدَغَةِ تُكْمَلَةِ
فَأَسْتَقِيمَةً وَلَا تَتَّبِعِينَ سَيِّدَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ^④

وَجَاءَنَا يَبْرَزِي لِشَرَاعِيلَ الْبَحْرَ
فَأَتَبْعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيَاهُ
وَعَذْوَاهُ، حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ
أَمْنِثُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمْنَثَ
إِبْرَاهِيمَ بَنُوا لِرَشَارِعَيْلَ وَأَنَا مِنَ
الْمُسْلِمِينَ^⑤
أَلْغَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ
الْمُفْسِدِينَ^⑥

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ
خَلْفَكَ آيَةً وَرَانَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ
عَنْ أَيْتَنَا لَغَفِلُونَ^⑦

وَلَقَدْ بَوَأْنَا بَنِيَّ إِشْرَاعِيلَ مُبَوَّأً
صَدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا
أَخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ وَإِنَّ
رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمةِ
فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ^⑧

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا لَيْكَ
فَسْتَأْلِمْ أَلَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ^⑨

৯৬। আর যারা আল্লাহর নির্দেশনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে তুমি কখনো তাদের অভ্যর্ত্ব হয়ে না। অন্যথা তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন বলে গণ্য হবে।

৯৭। ^كনিশ্চয় যাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের (শাস্তির) সিদ্ধান্ত বলবৎ হয়েছে তারা ঈমান আনবে না।

৯৮। (এমন কি) ^كতাদের কাছে সব রকম নির্দেশন এসে গেলেও (তারা ততক্ষণ ঈমান আনবে না) যতক্ষণ তারা যন্ত্রণাদায়ক আয়াব দেখতে না পাবে।

৯৯। অতএব ^كইউনিসের জাতি^{১২৭-ক} ছাড়া অন্য কোন জনপদ^{১২৮} কেন এমন হলো না, যারা ঈমান আনতো এবং তাদের ঈমান তাদের কাজে আসতো। তারা (অর্থাৎ ইউনিসের জাতি) যখন ঈমান এনেছিল তখন আমরা তাদের পার্থিব জীবনে (তাদের কাছ থেকে) লাঞ্ছনার আয়াব দূর করে দিয়েছিলাম। আর তাদের এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত জীবনোপকরণ দিয়েছিলাম।

১০০। আর ^كতোমার প্রভু-প্রতিপালক যদি চাইতেন তাহলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই অবশ্যই এক সাথে ঈমান নিয়ে আসতো। ^كতুমি কি তবে বল প্রয়োগে লোকদেরকে মু'মিন হতে বাধ্য করতে পার^{১২৯}?

দেখুন : ক. ১০১৩৮; ৪০৪৭; খ. ১০১৩৯; গ. ৩৭১৪৯; ঘ. ৬৪১৫০; ১৬৪১০; ঙ. ২৪২৫৭; ১৮৪৩০।

বিভায় অর্থটি গ্রহণ করলে ঘরগুলো পরম্পরের দিকে মুখ করে নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছে বলে দৃশ্যমান হবে। আমরা তৃতীয় অর্থটি পছন্দ করি। এর অর্থ দাঁড়াবে তোমাদের ঘরগুলো একই দিকে মুখ করে ইবাদত করা সহজসাধ্য হবে এবং এতে তাদের মাঝে এক্য ও শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত হবে। এ নির্দেশের অবাবহিত পরেই নামায কায়েম করতে মু'মিনদের আদেশ দান করাটা আমাদের মতকে আরও শক্তিশালী করে। কারণ 'আক্রিমুস সালাতা' আরবী শব্দগুলো কেবল ব্যক্তিগত নামাযেরই তাগিদ দেয় না বরং বাজামাত নামাযের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত করুন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে): কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)] ১২৮৪-ক। 'তামাস্সা আলায়হি' অর্থ সে তাকে বা একে ধ্বংস করলো, সে ঐর চিহ্ন মুছে ফেললো (লেইন)। ১২৮৪-খ। 'শাদ্দা আশ-শাইয়্যাআ' অর্থ সে এটা শক্ত করেছিল। 'শাদ্দাআ আলায়হি' অর্থ, সে তাকে আক্রমণ করলো (লেইন)। ১২৮৫। এ শব্দগুলো প্রকাশ করছে যে ফেরাউন অহঙ্কারে কত নিচে নেমে গিয়েছিল! ১২৮৬। প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, সকল ধর্মগ্রন্থ ও ইতিহাস পুস্তকের মাঝে একমাত্র কুরআন শরীফেই এ ঘটনা বর্ণনা করেছে। না বাইবেল এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেছে, না অন্য কোন গ্রন্থ কিছু উল্লেখ করেছে। কিন্তু কি বিশ্বযুক্তভাবে আল্লাহ তাআলার কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সাড়ে তিন হাজার বছরেরও বেশি সময় ধীরে ধীরে বিশ্বৃতির তলে বিলীন হয়ে যাওয়ার পর ফেরাউনের মৃতদেহ আবিস্কৃত হয়েছে এবং কায়েরোর যাদুয়ারে তা সুরক্ষিত রয়েছে। তার অবয়ব দৃষ্ট মনে হয়, ফেরাউন ক্ষীণদেহী খর্বকৃতির লোক ছিল এবং তার চেহারা ক্রোধ ও স্তুলবুদ্ধির পরিচয় বহন করে। হ্যরত মুসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বিভায় রামেসিস এর সময়ে এবং তার দ্বারাই প্রতিপালিত হয়েছিলেন (যাত্রা পুস্তক ২৪২-১০)। কিন্তু তার পুত্র মিরনেপ্তা (মেনেফতা) এর রাজত্বকালে তিনি (মুসা-আঃ) নবুওয়তের মিশনের দায়িত্বার প্রাপ্ত হয়েছিলেন (জিউ এনসাইকো, ৯ম খন্ড, ৫০০ পঃ: এবং ইনসাইকো বিব 'ফারাও' এবং 'মিশর' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ★ [এ আয়াতে করীমা ও প্রমাণ করে, কুরআন মজীদ অদৃশ্যের জ্ঞাতা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা রসুলে করীম (সা:) এর যুগে ফেরাউনের লাশ অননুসন্ধান করে বের করেছেন। সেই লাশ থেকে জানা যায়, নিমজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও ফিরাউনকে মৃত্যুর পৰ্বেই উদ্ধার করে নেয়া হয়েছিল। এরপর প্রায় ৬০ বছর ধরে সে পঙ্ক অবস্থায় বিছানায় পড়ে ছিল এবং সে ৯০ বছর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিল। (বিস্তারিত জানার জন্য Ian Willson: Exodus Enigma, 1985 দেখুন)। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে): কর্তৃক উর্দ্ধতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)] ১২৮৭। এ সম্মোধন হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি নয়, বরং কুরআনের প্রত্যেক পাঠকের প্রতি। এ কারণে আমরা 'তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি' এ শব্দগুলোও তাঁকে সম্মোধন করা বুবায় না। কারণ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে, (কুরআন) গোটা মানব জাতির জন্য অবতীর্ণ হয়েছে (২৪১৩৭; ২১৪১১)। ঠিক এর পরবর্তী আয়াতও এ মতের সমর্থন করে। কারণ আল্লাহ তাআলার নির্দেশনসমূহের

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجِنِّينَ كَذَّبُوا يَأْيِتِ
اللَّهُ فَتَكُونُنَّ مِنَ الْخَسِيرِينَ ⑩

إِنَّ الْجِنِّينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ
رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ⑪

وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ أَيَّةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا
الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ⑫

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً أَمَنَتْ فَنَفَعَهَا
إِيمَانُهَا لَا قَوْمَ يُؤْنِسُ ، لَمَّا آمَنُوا
كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْجَزِيرِيِّ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ⑬

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنْ مِنَ الْأَرْضِ
كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ⑭

১০১। আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তির পক্ষে ঈমান আনা সম্ভব নয়^{১২৯০}। আর যারা বিবেকবুদ্ধি খাটায় না (তাদের অভিযান) কালিমা^{*} তিনি তাদের (মুখমণ্ডলে) লেপন করে দেন।

১০২। তুমি বল, 'আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা (ঘটে চলেছে)^{১২৯১} তোমরা তা কি কিন্তু যারা ঈমান আনে না (এ) নির্দর্শনাবলী ও সতর্কবাণী তাদের কোন কাজে আসে না।

১০৩। ^{*}অতএব তারা কেবল তাদের পূর্বে গত হয়ে যাওয়া লোকদের দিনকালের অনুরূপ (দিনকাল) দেখারই অপেক্ষা করছে। তুমি বল, 'তবে তোমরা অপেক্ষা কর। নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে অপেক্ষামান।'

১০৪। [১০] এরপর (আয়াবের সময়) আমরা এভাবেই আমাদের রসূলদের ও যারা ঈমান এনেছে তাদের উদ্ধার করে থাকি। [১১] ^{*}মু'মিনদের উদ্ধার করা আমাদের অবশ্যকর্তব্য।

১০৫। তুমি বল, 'হে মানবজাতি! আমার ধর্ম সম্বন্ধে তোমরা কোন সন্দেহে থাকলে ^{*}(জেনে রেখো) আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের উপাসনা কর আমি তাদের উপাসনা করি না। বরং আমি সেই আল্লাহর ইবাদত করি যিনি তোমাদের মৃত্যু দেন। আর ^{*}আমাকে মু'মিনদের একজন হওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে।

১০৬। আর (^{*}এ আদেশ আমাকে দেয়া হয়েছে), ^{**}তুমি সব সময় (আল্লাহর প্রতি) সদা বিনত থেকে তোমার মনোযোগ ধর্মে নিবন্ধ কর এবং কখনো মুশারিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

দেখুন : ক. ৬৪১২৬; খ. ৭৪১৯৬; গ. ৫৪৪৬; ঘ. ৩৫৪৪৪; ঙ. ১১৪১২৩; চ. ৩০৪৪৮; ৪০৪৫২; ৫৪৪২২; ছ. ১০৪৯৩; জ. ৬৪১৫৪; ব. ৩০৪৩১,৪৪; ঝ. ২৪৪৮।

^{*}'প্রত্যাখ্যানকারী'দের মাঝে নবী করীম (সাঃ) গণ্য হতে পারেন না।

১২৮৭। যোনা (হ্যরত ইউনুস (আঃ) এর সম্পর্কে কুরআনের ছয় জায়গায় উল্লেখ রয়েছে (৪:১৬৪; ৬৪৮৭; ২১৪৮৮; ৩৭:১৪০, এবং ৬৮:৪৯)। বাইবেলে তাঁকে ইসরাইলী নবীরপে আখ্যায়িত করা হয়েছে (২ রাজাবলী-১৪:৪৫)। তাঁকে আশুরের রাজধানী নিনেভা যেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং প্রতিবাদ করতে বারণ করা হয়েছিল। কুরআনের মতে যোনা [অর্থাৎ হ্যরত ইউনুস (আঃ)] তাঁর স্বজাতির লোকের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। না তিনি ইসরাইলী ছিলেন এবং না নিনেভায় প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর জাতির এক গোত্রের জন্য প্রত্যাদিষ্ট হয়েছিলেন। হ্যরত ইউনুস (আঃ) এর ইহুদী হওয়া সম্পর্কে বাইবেল বিশারদগণও একমত নন।

১২৮৮। 'জনপদ' বলতে জনপদের অধিবাসীদের বুবায়।

১২৮৯। এ আয়াত থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে ইসলাম ধর্ম এর প্রচারে বল প্রয়োগের অনুমতি দেয় না বা সমর্থন করে না। আরও দেখুন টীকা ৩১৯।

১২৯০। কোন ধর্মতের উপর প্রকৃত ঈমান লাভ করা শুধু মাত্র মৌখিক স্বীকারোক্তি দ্বারা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা বা অনুগ্রহেই

১২৯১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ رَبَّا بِرَبِّي
إِنَّهُمْ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا
يَعْقِلُونَ^(১)

فُلِّ اثْنَرُوا مَا ذَا فِي السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْأَيْثُ وَالنَّدْرُ
عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ^(২)

فَهَلْ يَئْتَيْظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ آيَةِ الَّذِينَ
خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، قُلْ فَإِنَّهُمْ يَرَوْا إِنِّي
مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ^(৩)

شَمَّنْجِي رُسْلَنَا وَالَّذِينَ أَمْنَوْا كَذِلِكَ
حَقًا عَلَيْنَا نُتْجِي الْمُؤْمِنِينَ^(৪)

فُلِّ يَا يَهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍ
مِنْ دِيْنِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَغْبُدُونَ
مِنْ دُولَنَ اللَّهِ وَلِكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ
الَّذِي يَتَوَفَّ فِكْمَهُ وَأُمِرْتُ أَنْ
أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ^(৫)

وَأَنْ أَقْمِ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَنِيفَا
وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ^(৬)

১০৭। *আর আল্লাহ্ ছাড়া তুমি এমন কিছুকে ডেকো না, যা তোমার উপকার করতে পারে না এবং তোমার অপকারও করতে পারে না। আর তুমি এরূপ করলে নিশ্চয় তুমি যালেমদের একজন হয়ে যাবে।'

১০৮। *আর আল্লাহ্ তোমাকে কোন কষ্টে ফেলে দিলে তিনি ছাড়া তা দূর করার আর কেউ নেই। আর তিনি তোমার জন্য কোন মঙ্গল চাইলে তাঁর অনুগ্রহ^{১০২} রদ করারও কেউ নেই। তিনি তাঁর বাল্দাদের মাঝে যাকে চান এ (অনুগ্রহ) দান করেন। আর তিনি অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

১০৯। তুমি বল, 'হে মানব জাতি! নিশ্চয় তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সত্য এসে গেছে। সুতরাং *যে-ই হেদায়াত লাভ করে সে তার নিজের (মঙ্গলের) জন্যই হেদায়াত লাভ করে। আর যে-ই পথভূষ্ট হয় সে নিজের (স্বার্থের) বিরুদ্ধেই বিপথে যায়। আর আমি তোমাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নই।'

১১০। আর *তোমার প্রতি যা ওহী করা হয় তুমি কেবল এরই অনুসরণ কর এবং আল্লাহ্ নিজ সিদ্ধান্ত না দেয়া পর্যন্ত তুমি অবিচল থাক। তিনি মীমাংসাকারীদের মাঝে সর্বোচ্চম।

১১
[৬]
১৬

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ
وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا
قِنَ الظَّالِمِينَ^{১০৩}

وَإِنْ يَمْسِكَ اللَّهُ بِصُرُّ فَلَا كَاشِفَ
لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَ
لِفَضْلِهِ ۖ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ^{১০৪}

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ
مِنْ رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا
يَهْتَدِي নَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا
يَضْلُلُ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بَوَّابٌ^{১০৫}

وَاتْتِيهِ مَا يُؤْتَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى
يَحْكُمَ اللَّهُ ۖ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكَمِينَ^{১০৬}

দেখুন ৪ ক. ২৮:৮৯; খ. ৬:১৮; ৩৯:৩৯; গ. ২৭:৯৩; ৩৯:৪২; ঘ. ৭:২০৪।

কেবল তা সম্ভব, অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রতিষ্ঠিত বিধান এবং নিয়মকানুন পালন করার মাধ্যমেই তা সম্ভব।

১২৯১। 'আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যা (ঘটে চলেছে) তোমরা তা লক্ষ্য করে দেখ!' - এ উক্তির মর্মার্থঃ যে সকল উপাদান বা উপকরণ রসূল (সাঃ) এর মিশনকে কৃতকার্যতায় পৌছে দেয়ার জন্য অবধারিত সেগুলো পূর্বাঙ্গেই আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়েছে। অতএব ধর্ম নিজ সুন্দর শিক্ষা বলে উন্নতি সাধন করতে সক্ষম। এর জন্য কোন বাধ্যবাধকতা বা শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই।

১২৯২। এক প্রকার মঙ্গল আছে যা প্রকৃতির নিয়মের অধীন এবং মানুষ তা নিজ প্রচেষ্টা দ্বারা লাভ করতে পারে। কিন্তু অন্য আর এক প্রকার মঙ্গল রয়েছে যা মানুষ আল্লাহ্ তাআলার খাস অনুগ্রহে লাভ করে থাকে।